Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ডা. মাহফুজা আক্তার

রোলঃ ২১৬০২০১২০

২২ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ডা. মাহফুজা আক্তার

রোলঃ ২১৬০২০১২০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ডা. মাহফুজা আক্তার, আইডিঃ ২১৬০২০১২০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও:মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মাহফুজা আক্তার

(স্বাক্ষর)

ডা.মাহফুজা আক্তার

আইডিঃ 216020120

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২২ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন 9

আল্লাহর পরিচয় 14

সৃষ্টির উদ্দেশ্য 19

সত্যধর্ম কেবলমাত্র ইসলাম 23

ইসলামের পরিচয়..25

সকল নবী আলাইহিমুস সালাম এর আনীত দ্বীন ইসলাম..28

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী..32

পরকাল 35

মৃত্যু : 36

কবর জীবন: 38

পুনরুত্থান : 40

হাশর:..42

মিযান:...46

পুলসিরাত:..53

জান্নাত : 54

জাহান্নাম: 65

পরকালে মুক্তির পথ একটিই 69

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার জ্ঞানের উৎস...73

আল কুরআন এক বিস্ময়কর মোজেজা 74

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা..80

রাষ্ট্র ব্যবস্থা:...81

পরিবার ব্যবস্থা: 83

সমাজব্যবস্থা: 86
উত্তরাধিকার ব্যবস্থা:..91
বিচারব্যবস্থা:..93
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা:...95
শিক্ষাব্যবস্থা: 100
ইসলাম অবিকৃত 102
অন্যান্য ধর্ম সৃষ্টি হলো কীভাবে? 105
অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে ইসলাম...107
হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ইসলাম : 108
১. আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ:...108
২.সৃষ্টিকর্তা নিরাকার: 109
৩.মূর্তি পূজা যেভাবে শুরু হয়:...110
৪.আল্লাহর কোন শরিক নেই:..111
৫.মূর্তিপূজাকারীর শাস্তি:..111
৬.হিন্দুধর্মে রিসালাত:...112
অন্তিম অবতারের পিতার নাম: 113
অন্তিম অবতারের মাতার নাম:..114
অন্তিম অবতারের জন্মস্থান: 114
অন্তিম অবতারের জন্ম তারিখ: 115
খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থে ইসলাম:...116
১.আল্লাহর একত্ববাদ:...116
২.শিরকের নিষেধাজ্ঞা: 117
ক.মূর্তি পূজা দূরের কথা মূর্তি বানানোই নিষেধ:...117
খ.মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে হবে:...119

গ.মূর্তি পূজা করার নিষেধাজ্ঞা..120

In New Testament-..123

৩.বাইবেলে রিসালাত:..124

The manifestation OF BLESSING IN Abraham's descendant:.............125

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর বংশধরদের মধ্যে আশীর্বাদ প্রকাশ:.............................125

যে স্থান থেকে তিনি উদয় হবেন-..127

পারণ কোথায়?..128

ইসলাম ছাড়া অন্য জীবনব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়..131

ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ..133

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দুনিয়াবি লক্ষ্য..136

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পারলৌকিক লক্ষ্য..137

মুমিনের জীবন..139

উপসংহার..145

তথ্যসূত্র:..146

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

-শুরু করছি আল্লাহর নামে,যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলাম।" –(সূরা আল ইমরান :১৯)

কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে,ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। অথচ কত অজস্র মানুষ মিথ্যার পিছনে মিছেমিছিই ছুটছে!এবং নিজেদের পরকালকে নিশ্চিত ক্ষতির মুখে ফেলেই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে!

হায়! তারা যদি জানতো,অথবা জানার চেষ্টাটুকু করতো,তবে তো মহান রব নিজেই পথ দেখাতেন!

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" –(সূরা আল ইমরান :৮৫)

"যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয় "-

জানতে হলে -

প্রথমেই জানতে হয় কাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়,

তিনি কে,তাঁর পরিচয়, আমরাই বা কে,কেন তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন,কেন আমরা তাঁর ইবাদাত করবো, কোন পদ্ধতিতে করলে তিনি গ্রহণ করবেন ও সন্তুষ্ট হবেন,তাঁর ক্রোধ থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো,ইসলামের পরিচয়, ধর্ম একটিই সৃষ্টির শুরু থেকে,পরকাল,পরকালে মুক্তির পথ,ইসলামি জীবনব্যবস্থার জ্ঞানের উৎস ও তার পরিচয়,ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা,

কেন ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম,অন্য সব ধর্ম কিংবা মতবাদের অসারতা, তাদের ধর্মগ্রন্থে ইসলামের আলোচনা, ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ, ইসলাম মেনে চলার পরিণতি এবং না মেনে চললে কি ক্ষতি? ইসলামের লক্ষ্য, ইসলামে দাখিলরত মুমিনের জীবন কেমন হয় ইত্যাদি।

এসব প্রশ্নের উত্তরে বিবেকমান মানুষ নিজ বিচার -বুদ্ধি প্রয়োগ করে, নিজেদের গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে, নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলেই পেয়ে যাবে-অনন্ত শান্তির সে পথ,শ্বাশত ধর্ম ইসলামকে!

পরকালের অন্ততকাল শাস্তির মুখে দ্রুতগতিতে ধাবমান সেই মানবজাতির প্রতি তাই এই আহব্বান,যারা নিজেদের বিবেক দিয়ে সজ্ঞানে সত্যকে জানার চেষ্টা না করেই,বরং উপেক্ষা করে, যা এড়িয়ে চলেছেন, এবং আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে নিজেদের শাস্তিকে বৃদ্ধি করতে আল্লাহর পথেরই কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন সত্যের পথিকদের প্রতি,

একটি বার নিজেদের বিবেক -বুদ্ধিকে (যা মানবের শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যম অন্যসব সৃষ্টি থেকে) নিরপেক্ষ রেখে সত্যকে জানার চেষ্টা করুন! আপনার প্রচেষ্টা আন্তরিক হলে সত্যকে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। এতো রবের ওয়াদা!

“যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।” –(বুখারী ও মুসলিম)

সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

“যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।” –(সূরা আম্বিয়া:২২)

আল্লাহর এত এত নিদর্শন চারদিকে!গভীরভাবে চিন্তা করলেই,অবচেতন মন বলে উঠে,নিশ্চয়ই কেউ একজন স্রষ্টা আছেন!

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

“নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে।” –(সূরা আল ইমরান:১৯০)

এই যে এত সুন্দর সুশৃঙ্খল পৃথিবী!আপন নিয়মে চলছে। দিনের পর রাত আসছে,রাতের পর দিন।

দিনে নিয়ম করেই সূর্য চলে আসে।আর রাতে আসে চাঁদ। আকাশে দেখা যায় তাঁরার সমারোহ।

ভুল করে কখনো উল্টো হয় না।

সূর্যও তার রুটিনে কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে না আলো দিতে দিতে।

কে এমন মহা নিয়ন্ত্রক এর পেছনে, যাঁর কারণে শত- সহস্র-কোটি বছর ধরে চলমান নিয়মের কোনো বিঘ্ন ঘটে না?হঠাৎ করে সব বন্ধ হয়ে যায় না?এলোমেলোও হয় না কিছু? যাঁর কোনো ক্লান্তিও নেই যে, বেখেয়ালে উলটপালট হয়ে যাবে সবকিছু?

আল্লাহ তাআলা বলেন –

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

"তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" –(সূরা জুমার:৫)

তিনি অন্যত্র বলেন-

وَلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়।সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।" –(সূরা ইয়াসিন :৩৮-৪০)

সুনীল আকাশ!যেদিকে চোখ যায় দিগন্তে বিস্তৃত! সেখানে উড়ে বেড়ায় সাদা সাদা মেঘ,হঠাৎ করে কালো মেঘে ছেয়ে গিয়ে বৃষ্টি নেমে আসে।চাতক পাখির মতো বৃষ্টির জন্য অপেক্ষারত জনজীবন শান্ত হয়ে যায়।গরমে হাঁসফাঁস করে উঠা প্রাণে সজীবতার জোয়ার নামে। ফল-ফসল,বৃক্ষলতা নতুন উদ্যমে শোভা ছড়ায়।

কে এমন পরিকল্পনা করে রাখলো,যা সকলের আশা-প্রতীক্ষাকে পূর্ণ উদ্ভাসিত করে দিলো?

আল্লাহ বলেন-

هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّ مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ

"তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে উদ্গত হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা জন্তু চরাও।" –(সূরা নাহল:১০)

ওদিকে সুবিশাল পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে অনাদিকাল থেকে।যার স্থবিরতায় মুগ্ধ সবাই!যার চূড়ায় উঠে সৌন্দর্য দেখার জন্য ব্যাকুল মানব!কোন সে শক্তি যা তাকে টলাতে পারে না?কত শত প্রতিকূলতাতেও?!

আবার কল কল সুরে নদীর বয়ে চলা,পাহাড়ের গায়ে থেকে বেয়ে আসা ঝর্ণা, কোন সে টানে চলছে সাগরের পানে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন –

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা(পর্বতমালা) রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও।” –(সূরা নাহল:১৫)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

“তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।” –(সূরা ইবরাহিম:৩২)

একদিকে দিগন্তজুড়ে মাঠের পর মাঠ সবুজের সমারোহ,আরেকদিকে বিস্তৃত ধূ ধূ মরুভূমি,কোথাও সবুজের চিহ্নটিও নেই।কোথাও সমতল, তো কোথাও পাহাড়ের মেলা,কোথাও বা ঘন জঙ্গল,যা ভয়ংকর সব বন্যপ্রাণীর দখলে!একবার ঢুকলে পথ খুঁজে ফেরা দায়!অথচ সর্বত্র ঠিকই আলো ছড়াচ্ছে একই সূর্য, একই চাঁদ।একই তাঁরা ঝলমল করে উঠে রাতের আকাশে।সমস্ত সৃষ্টিই যেন বলে উঠে আমরা তো এক মহান রবের সৃষ্টি!

যাঁর আদেশেই আমাদের খেদমত।

আবার নানা ঋতুতে রঙ বেরঙের মন মাতানো বাহারি ফুল।মোহনীয় সুগন্ধে মাতোয়ারা হয় মন!দুনিয়ার ব্যথাভারে ব্যথিত মনকে মূহুর্তেই সজীব করে তোলে।

আরও রয়েছে নানা স্বাদের ফল -ফলাদি!এত অজস্র ফল,অথচ একটির স্বাদ অন্যটি থেকে ভিন্ন!

এই যে এত জীববৈচিত্র্য! পাখ-পাখালির কলতান,কত বিচিত্র পাখি উড়ে বেড়ায় চারপাশে! কত জীবজন্তুর বিচরণ,বন্য জঙ্গলে আবার তাদেরই রাজত্ব! চোখেও না পড়া কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব,পানির তলদেশেও আবার আরেক রাজ্য! কত বিচিত্র প্রাণীকুল!

সবাই চলছে মহাস্রষ্টার আদেশেই।

এই যে এতসব সৌন্দর্য- সবকিছুই করা হয়েছে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَي الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

"নিশ্চিত জেনো, ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার জন্য শোভাকর বানিয়েছি, মানুষকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাদের মধ্যে বেশি ভালো কাজ করে।" –(সূরা কাহফ:৭)

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই এককেটি শ্রেণী। আমি কোনো কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।" –(সূরা আনআম:৩৮)

আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝের সকল সৃষ্টিই যেন বলে চলে,রাজত্ব এক মহান অধিপতির!ধন্য আমরা তাঁর সৃষ্টি হয়ে,যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এত বিশাল!যাঁর সৃষ্টি এত নিখুঁত! এত সুশৃঙ্খল যাঁর পরিচালনা!

وَهُوَ الَّذِیۡ مَدَّ الۡاَرۡضَ وَجَعَلَ فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَاَنۡهٰرًا ؕ وَمِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیۡهَا زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ یُغۡشِی الَّیۡلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, তাতে পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাতের চাদরে আবৃত করেন। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।” –(সূরা রাদ:৩)

তিনিই মহাস্রষ্টা,যিনি ছয়দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এতে কোনো ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করেনি।

তিনিই মহাদ্রষ্টা,সাগরের তলদেশের কোনো এক ক্ষুদ্র প্রাণীও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰي عَلَي الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

“তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি এমন প্রতিটি জিনিস জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয় এবং জানেন এমন প্রতিটি জিনিস, যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং যা তাতে উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন এবং তোমরা যা-কিছুই কর, তা তিনি দেখেন।” –(সূরা হাদিদ:৪)

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۙ ۝

“তিনিই মানুষকে পোড়া মাটির মত ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।” –(সূরা রহমান:১৪)

তিনিই সেই মহাস্রষ্টা, যিনি ‘কুন’ বললেই হয়ে যায়।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

“তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, ‘হয়ে যাও’। অমনি তা হয়ে যায়।” –(সূরা ইয়াসিন:৮২)

এসব কিছুই এত সুন্দর,সুশৃঙ্খল ভাবে চলছে কারণ স্রষ্টা একজন।স্রষ্টা যদি দুজন হতো,তবে দুজনের ইচ্ছা -আকাঙ্খা অবশ্যই আলাদা হতো,মতবিরোধ হতো।কেউ চাইতো সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠুক,কেউ বা বলতো এখন দিন হবে,আবার কেউ বা চাইতো রাত,কেউ আদেশ করতো বৃষ্টি নামার, কেউ বা আবার রোদের পক্ষে !ফলে বিশৃঙ্খলা অবধারিত হতো এবং ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যেতো।

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে স্বীয় পরিচয়ে বলেন-

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছো এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।
তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।” –(সূরা বাকারা:২৫৩)

সূরা ইখলাসে বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“বলুন,তিনিই আল্লাহ,এক।আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।” –(সূরা ইখলাস:১-৪)

আল্লাহ তাআলা এক মহান সত্তা।তিনি অনাদি,তিনিই অনন্ত।একমাত্র তিনিই চিরস্থায়ী। তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি। সমস্ত সৃষ্টিজগত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে নত।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা’আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।” –(সূরা ফাতিহা:২)

মহা প্রতাপান্বিত সেই সত্ত্বা! যিনি ‘হও’ বললেই হয়ে যায়!তাঁর আদেশেই এই সৃষ্টিজগত একদিন ধ্বংস হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যথোচিত এবং যে দিন তিনি (কিয়ামতকে) বলবেন, ‘হয়ে যাও’, তা হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্যই। যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সে দিন রাজত্ব হবে তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছুই জানেন। তিনিই মহা প্রাজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।” –(সূরা আনআম:৭৩)

এই বিশ্ব চরাচরের এত কিছু সৃষ্টি তিনি করেছেন মানুষেরই উপকারের জন্য। যাতে তাঁরা আল্লাহকে চিনে,জানে এবং শান্তিতে তাঁর ইবাদাত করতে পারে।

রিযিকের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন মানবকে নির্বিঘ্নে ইবাদাতের সুযোগ দেয়ার জন্য। তিনি প্রতিপালন করেন,তিনিই হেফাজতের ফেরেশতা সাথে রেখেছেন অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে হেফাজতের জন্য।

এবং তিনি শুধু মানুষকেই না, তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকেই রিযিক দেন,প্রতিপালন করেন।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আপনি বলে দিনঃ আমি কি আল্লাহ ব্যতীত-যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না, অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন- আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" –(সূরা আনআম:১৪)

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।
তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য মাত্র ১ ভাগ রহমত অবতীর্ণ করেছেন। অথচ এর মায়াতেই মানুষ একে অপরকে ভালোবাসেমা তার অবুঝ সন্তানকে চোখের আড়াল করতে পারে না,নিজের সমস্ত সুখ ত্যাগ করে বাচ্চার জন্য।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ
আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত রয়েছে, তন্মধ্যে মাত্র একটি রহমত তিনি (দুনিয়ার) জিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের জন্যে অবতীর্ণ করেছেন। এই একটি রহমত দিয়ে তারা পরস্পরকে স্নেহ-মমতা করে, এ রহমত দিয়ে তারা পরস্পরকে দয়া করে। এর দ্বারাই বন্য প্রাণীরা এদের সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। আর অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমাত আল্লাহ তাআলা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছেন। যা দিয়ে তিনি কিয়ামাতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে রহম করবেন। – (বুখারী, মুসলিম)

মানুষের মূলত নিজ অর্জন বলতে কিছুই নেই।সবই তো রবেরই দান।মানুষ আজন্ম রবেরই মুখাপেক্ষী।

আবূ যার জুন্দুব ইবনু জুনাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুমহান প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন,

তিনি (আল্লাহ) বলেন,

“হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট, কিন্তু সে নয় যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত,কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দিই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন,কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ করে থাকো, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোনো কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোনো কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) আমার কাছে যে ভান্ডার আছে, তা হতে ততটাই কম করতে পারবে, যতটা সূঁচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুণে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।” –(রিয়াদুস সলেহিন:১১৩)

রাজত্ব একমাত্র তাঁরই।তিনিই রাজাধিরাজ।তিনিই একমাত্র মালিক বিচার দিনের,যেদিন আর কারো কর্তৃত্ব চলবে না।কোনো কথাও সেদিন বলতে পারবে না কেউ তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

"যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে।" –(সূরা নাবা:৩৮)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

"আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীনকে (অর্থাৎ গ্রহসমূহকে) তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবেন যেমন শিশুরা বল ঘুরিয়ে থাকে। এবং বলবেনঃ আমি একমাত্র আল্লাহ। আমি বাদশাহ। আমি সর্বশক্তিমান। আমি বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ? কোথায় শক্তিমানরা? কোথায় অহংকারীরা?" –(সহীহ মুসলিম:২৭৮৮)

আল্লাহ তাআলাই মহাস্রষ্টা। তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন,তিনিই মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

তিনি রিযিক দাতা,পালনকর্তা, রক্ষণাবেক্ষণকারী।

তিনিই জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র মালিক।তিনিই আর্তের ডাকে সাড়াদানকারী।তিনি বিপদ দেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, এবং তিনিই তা থেকে উদ্ধার করেন।

তিনি কাউকে বাদশাহ বানান,এবং তিনিই মূহুর্তে তাকে ফকিরও বানাতে পারেন।তিনি মহাদাতা,যাঁর ভান্ডার অফুরন্ত।তিনি মহাক্ষমাশীল।তিনি শান্তিদাতা,তিনিই মহা শাস্তিদাতা।

তিনি প্রতাপশালী, সুউচ্চ মর্যাদাশীল,মহাশক্তিধর।

তিনিই গায়েবের একমাত্র মালিক।

তিনি মহাশ্রোতা,তিনি মহাদ্রষ্টা । এই মহাজগতের বিশাল সৃষ্টি সবই তাঁর দৃষ্টির সীমানায়।

তিনিই কাউকে সম্মানিত করেন,আবার কাউকে অপমানিত করেন।তিনিই কারো জন্য রিযিক প্রশস্ত করেন,কারো জন্য সংকীর্ণ করেন।

তিনি ন্যায়বিচারক,তিনিই পুনরুজ্জীবিত কারী,তিনিই বিচার দিনের অধিপতি।

অভিভাবক তিনি,সাহায্যকারীও তিনি।

তিনি প্রকাশ্য-তিনিই অপ্রকাশ্য। তিনি আদি,তিনিই অনন্ত।তিনিই চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর।

তিনি নূর,তিনিই পথপ্রদর্শক।তিনি অতুলনীয়। তিনি কল্যাণকারী,তিনি অকল্যাণ প্রতিহতকারী এবং তিনিই অকল্যাণকারী।

এতো অধিক ও অগণিত তাঁর গুণাবলী,যা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট নয় কলমের কালি।যথেষ্ট নয় আমাদের ক্ষুদ্র ইলম।যথেষ্ট নয় আমাদের অভিব্যক্তি।তাঁর তুলনা তিনিই নিজে।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য তো তিনিই ভালো জানেন।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

"(হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য যদি সাগর কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতে সাহায্যরূপে অনুরূপ আরও সাগর নিয়ে আসি না কেন!" –(সূরা কাহফ:১০৯)

মহা মহিমান্বিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَ لَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ- اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রয়েছে, যদি তা সমস্তই কলম হয় আর এই যে সমুদ্র রয়েছে, তা ব্যতীত এইরূপ আরো সাতটি সমুদ্র (কালির স্থল) হয়, তবুও আল্লাহর (গুণাবলীর) বাক্যসমূহ সমাপ্ত হবে না।নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" –(সূরা লুকমান:২৭)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মহাস্রষ্টা আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এক মহৎ উদ্দেশ্যে।

তাঁর কাজের প্রত্যেকটিই কল্যাণময়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন -

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۞

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।" –(সূরা আম্বিয়া :১৬)

তিনি ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন, যারা সদা তাঁর ইবাদাতে রত। যারা তাঁর ইবাদাতে কখনো ক্লান্ত হয় না।আর তাঁদের তন্দ্রা -নিদ্রাও নেই।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ الْخَاسِرِ يِنَوَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ۞

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, সকলেই আল্লাহর। আর যাঁরা (অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা) তাঁর কাছে আছে, তাঁরা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং তাঁরা ক্লান্তিও বোধ করে না।
তাঁরা রাত-দিন তাঁর তাসবীহতে লিপ্ত থাকে, কখনও অবসন্ন হয় না।" –(সূরা আম্বিয়া :১৯-২০)

তথাপি তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।সাথে মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তিনি তাদের এ স্বাধীনতাও দিয়েছেন যে,তারা চাইলে রবের ইবাদাত করবে,নয়তো করবে না।যে করবে তা তার নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর যে অবাধ্য হবে,তাকেই এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।
রব মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু এবং দ্বীনি ফিতরাত দিয়ে রেখেছেন।এবং তিনি তাদের আড়ালে থেকে গেছেন।অদৃশ্য বিষয় এবং সত্য পথ সম্পর্কে তাদেরকে জানাতে যুগে যুগে তিনি নবী রাসূল(আলাইহিমুস সালাম)দের পাঠিয়েছেন।আবার তাদেরকে সত্য পথ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান রয়েছে।
তিনি জানতে চান এতদসত্ত্বেও কে না দেখে ঈমান আনে,আর কে পথভ্রম হয়ে যায়। স্ব স্ব কর্মপরিণতির হিসাব একদিন সবাইকে দিতে হবে এবং সে হিসেবে তাদের আবাসস্থল নির্ধারিত হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।”
–(সূরা যারিয়াত:৫৬)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত করো, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে।” –(সূরা বাকারা:২১)

মানব জীবন শুধু কয়েকটি দিন বা বছরের সমষ্টি নয়,যে হেলাফেলায় কেটে দেয়া যায়!বরং এই হায়াত তো আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

“যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।” –(সূরা মূলক:২)

আল্লাহ তাআলাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন,প্রতিপালন করেন।মহাবিশ্বের সব কিছুই তার উপকারে নিয়োজিত রেখেছেন।

এতদসত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর সাথে তাঁরই সৃষ্টিকে শরীক করে!নি:সন্দেহে তা চরম জুলুম।এই অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন না মহা ক্ষমাশীল হওয়া সত্ত্বেও।
ইবাদাত যে একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য! আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন!

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচের যে কোনো গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, সে (সঠিক পথ থেকে) বহু দূরে সরে যায়।" –(সূরা নিসা:আয়াত ১১৬)

যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত করে,আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের অসারতা,তাদের দাবিকৃত ইলাহ সম্পর্কে বলেন-

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

"তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।" –(সূরা ফুরকান:৩)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

"হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন।তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন।" –(সূরা হাজ্জ:৭৩)

আল্লাহ তাআলা তো অমুখাপেক্ষী। তিনি তো বান্দার ইবাদাতের মুহতাজও নন।বান্দা আল্লাহর ইবাদাত করে তার নিজেরই কল্যাণের জন্য। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য। সমগ্র মানব যদি একতাবদ্ধ হয়ে রবের ইবাদাত থেকে বিমুখ হয়,তারপরও তাঁর কিছুই এসে যায় না।

إِنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٍ

"(হে রাসূল!) আমি মানুষের কল্যাণার্থে তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক পথে এসে যাবে সে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে, সে তার পথভ্রষ্টতা দ্বারা নিজেরই ক্ষতি করবে। তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।" –(সূরা যুমার:৪১)

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۚ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।" –(সূরা নাহল:৩)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শিরক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী ।কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শিরক) সহ বর্জন করি।" (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) –(মুসলিম: ৭৬৬৬)

সত্যধর্ম কেবলমাত্র ইসলাম

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র

পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্তে দ্রুত।" –(সূরা আল ইমরান :১৯)

নিঃসন্দেহে রব একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এবং তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য।

রব যেহেতু একজন,জীবনবিধানও তাই একটাই হওয়া বাঞ্চনীয়।

আর তাই সত্যধর্ম একটিই।

কিন্তু তিনি তো রব,দৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন,কিন্তু তিনি দৃষ্টি থেকে আড়ালে।তাঁর ইবাদাত কীভাবে চান তিনি,জীবন কীভাবে পরিচালিত করলে তিনি খুশি হবেন, মানুষ তো তা জানে না।এবং মানুষ নিজেদের খেয়ালখুশি মতো একেকজন একেকরকম করে ইবাদত করলে তো তা তিনি গ্রহণ করবেন না।অবশ্যই তারঁ সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে ইবাদাত করতে হবে তাঁরই ইচ্ছেমোতাবেক।কিন্তু রবের ইচ্ছা মানুষ জানবে কী করে?

তাই তো রব মানুষেরই মধ্য থেকে যাঁদেরকে তিনি উপযুক্ত মনে করেন,বাছাই করেন এই মহাদায়িত্ব দিতে,যিনি তাঁর আদেশ মোতাবেক জীবনবিধান বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন মানুষের সামনে। তাঁরাই হলেন নবী রাসূল(আলাইহিমুস সালাম)।আর তাঁদের আনীত দ্বীনই হলো ইসলাম।

এ ইসলামই হলো একমাত্র রবের কাছ থেকে প্রেরিত দ্বীন।

তাই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করতে চাইলে ইসলামই একমাত্র পাথেয়।

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

"আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ।" –(সূরা আনআম:১২৬)

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ

"আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে।" –(সূরা জুমার:২২)

পূর্বে নবী রাসূলগণ নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা অঞ্চল ভিত্তিক প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির প্রতি,কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক নয়।আর তাই এখন তাঁর আনীত দ্বীন অনুসরণেই কেবল পরকালে মুক্তি সম্ভব।

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَيۡكُمۡ جَمِيۡعَا ۨالَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحۡىٖ
وَ يُمِيۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِىِّ الۡاُمِّىِّ الَّذِىۡ يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ
قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ۨالذى لهٗ ملک السموت و الارض ۚ لا اله الا هو يحىٖ
و يميت فامنوا بالله و رسوله النبى الامى الذى يومن بالله و كلمتهٖ و اتبعوه لعلكم تهتدون

“বল, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।” –(সূরা আরাফ:১৫৮)

আল্লাহ তাআলা বলেন –

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

“যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।” –(সূরা নিসা:১২৫)

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম অর্থ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, নিঃশর্ত হুকুম পালন।

ইসলাম হলো আল্লাহর বিধানাবলীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। চাই তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক।

মানুষের ইলম কত সামান্য! এই ক্ষুদ্র ইলম দিয়ে সে কতটুকুই বা জানতে পারে!পক্ষান্তরে আল্লাহ তো আলিমুল গায়িব।যাঁর কোনো কাজ হিকমাহ বৈ কী নয়।তিনি তো বান্দার কল্যাণ ই চান এবং একমাত্র তিনিই তো জানেন কোনটা তাঁর বান্দার জন্য কল্যাণকর,আর কোনটা অকল্যাণকর।

একজন মুসলিম ব্যক্তি যা কিছু বিশ্বাস করে তা হলো ঈমান।ঈমান না দেখে ওহীকে বিশ্বাস করার নাম।দেখলে তো সবাই বিশ্বাস করতো।তখন আর তা পরীক্ষা হতো না।

এই ঈমানই পার্থক্য করে দেয় মুমিন আর কাফিরের শিবির।

"ঈমান হলো আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ,তারঁ কিতাবসমূহ,তাঁর রাসূলগণ,আখিরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস।" (ঈমানে মুফাসসাল)

ঈমান হলো মুখে স্বীকার করা,অন্তরে বিশ্বাস করা এবং কাজে-কর্মে তার প্রতিফলন ঘটানো।

ইসলাম একটি দ্বীন, একটি জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"এবং আমি তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম ইসলামকে দীন হিসেবে।" –(সূরা আল মায়িদা: আয়াত ৩)

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি:

-কালিমা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ(আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)-এর সাক্ষ্য দেওয়া।

-পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো আদায় করা

-রমজান মাসে রোজা রাখা

-নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকদের যাকাত দেওয়া

-সামর্থ্যবানদের জন্য জীবনে একবার হলেও হজ্জ করা।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا * غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَاِلَيْکَ الْمَصِيْرُ

"রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে ঈমান এনেছে, যা তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না (যে, কারো প্রতি ঈমান আনব এবং কারো প্রতি আনব না)। এবং তাঁরা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ সহকারে) শুনেছি এবং তা (খুশীমনে) পালন করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার মাগফিরাতের ভিখারী, আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।" –(সূরা বাকারা:২৮৫)

ইসলাম দ্বীনুল ফিতরাত।আল্লাহ তাআলা মানুষের ফিতরাতে ইসলাম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অত:পর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহুদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ? –(সহিহ বুখারী:১৩৮৫)

আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত রুহ সৃষ্টি করে রুহের জগতেই সকলের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ায় এসে তা ভুলে গেছে।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰي ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ

“এবং (হে রাসূল! মানুষকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়েছিলেন (আর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে,) আমি কি তোমাদের রব্ব নই? সকলে উত্তর দিয়েছিল, কেন নয়? আমরা সকলে (এ বিষয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি (এবং এ স্বীকারোক্তি আমি এজন্য নিয়েছিলাম) যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, ‘আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।” –(সূরা আরাফ:১৭২)

এই ইসলাম এমন এক উজ্জ্বল আলো,যে এতে দাখিল হয় পরিপূর্ণভাবে তার অন্তরাত্মা আলোকিত হয়ে উঠে।প্রশান্ত হয় সমস্ত দেহ-মন।

রুহ আসে স্বয়ং রবের থেকে।তার সংযোগও রবের সাথেই।তার দুনিয়াবি খাদ্য প্রয়োজন হয় না।তার খাদ্যই হচ্ছে রবের ইবাদাহ।আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হলে রুহ তাই হাহাকার করে।

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْب ُ

স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” –(সূরা রাদ:২৮)

এই ইসলামই একমাত্র পাথেয় পরকালে।যে রক্ষা পাবে,এর দ্বারাই পাবে।আর যে লাঞ্ছিত হবে, একে অস্বীকার করার দ্বারাই হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে ইসলামের পতাকাতলে কবুল করুন!

সকল নবী আলাইহিমুস সালাম এর আনীত দ্বীন ইসলাম

আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর সঙ্গী হিসেবে হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেন। তাঁদেরকে তিনি জান্নাতে বসবাস করতে দেন।কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় তাঁদের পদস্খলন ঘটে এবং জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়।তাঁদের থেকেই মানব বংশের সূচনা। আদম আলাইহিস সালাম প্রথম নবী।

কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম ভুলে যায়।তাওহীদ থেকে বহু দূরে সরে যায়।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

“মানুষ ছিল একই উম্মাহ পরে তারা বিভক্ত হয়েছে। তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তারা যে সব বিষয়ে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করছে সে সব বিষয়ে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়া হত।” –(সূরা ইউনুস :১৯)

পথভ্রষ্ট মানুষের হেদায়েতের জন্য এরপর যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম-দের প্রেরণ করেন। তাঁদের সবার দ্বীন ছিল ইসলাম যার মূল শিক্ষা হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। সকলে দাওয়াত দিয়েছিলেন এক ইসলামের প্রতি।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

“আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করি নি যে, ‘আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদাত করো।”
–(সূরা আম্বিয়া:২৫)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম.
যাঁর বিষয়ে সকল আহলে কিতাব একমত,তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“ইবরাহীম না ইহুদী ছিল, না নাসরানী, সে তো ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল না।” –(সূরা আলে ইমরান ৩:৬৭)

এ ইসলামের পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গতম রূপ নাযিল করা হয়েছে শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ -

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতও পূর্ণ করলাম। আর দ্বীন হিসাবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।"

–(সূরা মায়িদা:৩)

আর এ কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষ বশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর বিভেদ ঘটিয়েছিল আর কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"

–(সূরা আল ইমরান :১৯)

সকল নবী রাসূল(আলাইহিমুস সালাম) যেহেতু মুসলিম, মুসলিমরা তাই সকলকেই বিশ্বাস করে।আর আনুগত্য করে সর্বশেষ শরীয়ত ইসলামের।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۠ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۡ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

"বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তাঁদের) বংশধরের প্রতি যা (যে হিদায়াত) নাযিল করা হয়েছে তাঁর প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। আমরা তাঁদের (উল্লিখিত নবীদের) মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) সম্মুখে নতশির।"

–(সূরা আল ইমরান:৮৪)

এখন শরীয়ত একমাত্র ইসলাম।ঈশা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে এসে ইসলামই অনুসরণ করবেন।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি (তাওরাতের নবী স্বয়ং) মূসা আলাইহিস সালাম তোমাদের মধ্যে থাকতেন আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, তাহলে তোমরা সঠিক সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। মূসা আলাইহিস সালাম যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবূওয়াতের যুগ পেতেন, তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই আমার অনুসরণ করতেন।"
–(মিশকাতুল মাসাবীহ:১৯৪)

তাওরাত ও ইঞ্জীলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা ছিলো এবং তারা তা জানতোও। তথাপি তারা অস্বীকার করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَمَّا جَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمۡ نَبَذَ فَرِيۡقٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ ‌ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوۡرِهِمۡ كَاَنَّهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۡ

"আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে এক রাসূল আসলো, যে তাদের নিকট যা আছে (অর্থাৎ তাওরাত) তার সমর্থন করছিল, তখন কিতাবীদের মধ্য হতে একটি দল আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও ইনজীল)কে এভাবে পেছনে নিক্ষেপ করলো, যেন তারা কিছু জানতোই না (অর্থাৎ তাতে শেষ নবী সম্পর্কে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা যেন জানতই না)। –(সূরা বাকারা:১০১)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

"স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম বললো: হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম

আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।" –(সূরা সফ:৬)

এমনকি নবীগণদের(আলাইহিমুস সালাম) কাছ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মানার অঙ্গীকারও নেওয়া হয়েছিল -

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ الشَّٰهِدِينَ

"এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন আল্লাহ নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোনো রাসূল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করে, তবে তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁর সাহায্য করবে। আল্লাহ (সেই নবীদেরকে) বলেছিলেন, তোমরা কি একথা স্বীকার করছো এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করছো? তারা বলেছিলো, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।" –(সূরা আল ইমরান :৮১)

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী

এই বিশ্বজগতের সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।
সমস্ত প্রাণীকুল মৃত্যুবরণ করবে। পাহাড়-পর্বত তুলোর মতো উড়ে যাবে।চাঁদ-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র কিছুই থাকবে না আর।পৃথিবী বিশাল এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে।এবং সবকিছু শিঙ্গায় একটি ফুৎকারের সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে।সমগ্র সৃষ্টিকুল মৃত্যুবরণ করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের ভয়াবহতার ব্যাপারে বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ
وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

"হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার।যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল, অথচ তারা মাতাল নয়;বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব সুকঠিন।" –(সূরা হাজ্জ:১-২)

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِين

"যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়।" –(সূরা নামল:৮৭)

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে।যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। এবং যখন কবরসমূহ উম্মোচিত হবে।" –(সূরা ইনফিতার ১-৪)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে।যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে।

যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে।

যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে।যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে।যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে।" –(সূরা তাকভীর ১-৭)

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দিন আকাশ ফেটে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে যদিও আমরা তা জমাটবদ্ধ দেখতে পাই, কিন্তু ঐ দিন তা মেঘমালার মত দ্রুতবেগে চলতে থাকবে এবং ধূনো তুলোর মত হয়ে যাবে। যমীন সম্পূর্ণরূপে সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। তাতে কোনো উঁচু-নীচু থাকবে না। এই যমীনে না থাকবে কোনো বাড়ীঘর, না থাকবে কোনো ছাউনি। কোনো আড়াল ছাড়াই সমস্ত সৃষ্টজীব মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে হয়ে যাবে। কেউই তার থেকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। কোথাও কোনো আশ্রয়স্থল ও মাথা লুকানোর জায়গা থাকবে না। কোনো গাছ-পালা, পাথর ও তৃণ-লতা দেখা যাবে না। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত লোক রয়েছে সবাই একত্রিত হবে। ছোট বড় কেউই অনুপস্থিত থাকবে না। সমস্ত লোক আল্লাহ তাআলার সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। রূহ ও ফেরেশতামণ্ডলী কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবেন। কারো কোনো কথা বলার সাহস হবে না। একমাত্র তারাই কথা বলতে পারবেন যাদেরকে আল্লাহ কথা বলার অনুমতি দান করবেন এবং তারাও সঠিক কথাই বলবেন। সেদিন সমস্ত মানুষের সারি একটি হবে অথবা তারা কয়েকটি সারিতে বিভক্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "তোমার প্রতিপালক আসবেন এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে আসবে।"

কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করতো তাদেরকে সেইদিন ধমকের সূরে বলা হবেঃ

"দেখো, যেমন ভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে আমার সামনে দাঁড় করিয়েছি। তোমরা তো এটা অস্বীকার করতে?"

এর পরেই শুরু হবে আরেকটি জগত।যেখানে চলবে শুধু ঈমান আর আমল।কিন্তু সেখানে আমল করার কোনো সুযোগ আর থাকবে না।ঈমান আনার সুযোগ তো আরো নয়। দুনিয়ার ঈমান-আমলই সম্বল সেখানের।

পরকাল

মৃত্যুর সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় আলমে বারযাখ।

এই একটি সত্যই যুগ যুগ ধরে কাফিরেরা অস্বীকার করে আসছে।অদেখা জীবন নিয়ে তারা ধোঁকায় পতিত হয়েছে। অথচ কুরআন-হাদিস তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে এবং পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে,যতটুকু আমাদের প্রয়োজন।

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يبعثون

“আর তাদের সামনে বারযাখ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।” –(সূরা মুমিনুন:১০০)

এ জীবন অনন্তকালের। মৃত্যুও আর আসবে না ফিরে।

মৃত্যু, কবর,পুনরুত্থান, হাশর,মিযান,পুলসিরাত,জান্নাত,জাহান্নাম সবই পরকালের জীবনের অন্তর্ভুক্ত।

এই জীবনে সুখে থাকতে হলে পাথেয় নিয়ে যেতে হবে সাথে। আর পাথেয় হলো ঈমান-আমল।পাথেয় ছাড়া এই পথ বড় দুর্গম। এই পাথেয় জোগাড় করতে হবে দুনিয়ার জীবনেই।এটা দিয়েই ফয়সালা হবে সেখানে।হয় সুখের আবাস নয়তো শাস্তির কারাগার।

কৃতকর্ম আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার শর্ত হলো ঈমান।

কাফির ও মুশরিকরা দুনিয়ায় যা ভালো কাজ করে,তার কোনো প্রতিদান তারা আখিরাতে পাবে না।কারণ তারা তো রবের জন্য করে না এবং রবের কাছে তারা এর প্রতিদানেরও আশা করে না।তারা করেই দুনিয়ার মানুষকে দেখানোর জন্য।তাদের কৃতকর্ম ধুলোবালির মতই মূল্যহীন।

وَقَدِمْنَآ اِلٰي مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

“তারা (দুনিয়ায়) যা-কিছু আমল করেছে, আমি তার ফায়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মত মূল্যহীন) করে দেব।” –(সূরা ফুরকান:২৩)

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

“এরাই সেই সব লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহ ও তাঁর সামনে উপস্থিতির বিষয়টিকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। আমি কিয়ামতের দিন তাদের কোনো ওজন গণ্য করব না।” –(সূরা কাহফ:১০৫)

মৃত্যু :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" –(সূরা আনকাবুত :৫৭)

মৃত্যু এমন একটি বিষয়,যাকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই।কত প্রতাপশালী, অহংকারীরা দুনিয়ার বাদশাহ ছিল,নিজেদেরকে যারা আল্লাহ বলেও দাবি করেছিলো,কিন্তু মৃত্যু এবং আজাব তাদের কাউকেই রেহাই দেয় নি।এ এক অমোঘ সত্য।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

“তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান করো, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোনো কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে,
যারা কখনও কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।” –(সূরা নিসা:৭৮)

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য, দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে।" – (সূরা জুমুআহ:৮)

প্রতিদিন অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করে।নিমিষেই হারিয়ে যায় কোন সে আড়ালে!এতো মায়া,এতো ভালোবাসা, এতো ডাক কোনোকিছুই আর ফেরাতে পারে না তাকে।
অতি যত্নে লালিত শরীর তার,মাটির খাদ্য হয়ে যায়!
হায়!
তবুও জীবিত মানুষ তা থেকে কিছুই শিক্ষা নেয় না। মাটির ভেতরে আপনজনকে রেখে একটু হাহুতাশ করে পরক্ষণেই মজে যায় আবার জীবনের আমেজে।
ভুলে যায়, সেও একই পথের পথিক!
পাথেয় ছাড়া যে পথ বড় দুর্গম!
বারযাখের জীবন যে আমল ছাড়া কিছুই চিনে না!
তাই যাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং মৃত্যুই শেষ নয়,বরং আরেক জীবনের শুরু,যার শুরু আছে,কিন্তু শেষ নেই,তার প্রস্তুতি নেওয়াই বুদ্ধিমান মাত্রেরই কাজ।

মুমিন ও কাফিরের মৃত্যু সম্পর্কে হাদিসে এসেছে-
আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে একদল রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে এসে (তার) আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, "তুমি আল্লাহর তা'আলার রহমত এবং সন্তুষ্টির পানে বের হয়ে আসো আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রুষ্ট নন; তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট। তখন আত্মা মেশকের সুঘ্রাণ অপেক্ষাও অধিক সুঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতাগণ সম্মানের খাতিরে আত্মাকে পর্যায়ক্রমে একজনের হাত

থেকে অন্যজনের হাতে দিয়ে আসমানের দরজায় নিয়ে আসেন তখন তথাকার ফেরেশতাগণ বলতে থাকেন, "এ সুগন্ধি কতোই না উত্তম! যা তোমরা পৃথিবী থেকে নিয়ে আসলে। আর তাঁরা তাকে মু'মিনদের রুহসমূহের কাছে নিয়ে যান। তোমাদের কেউ প্রবাস থেকে আসলে তোমরা যেরূপ আনন্দিত হও, মু'মিনদের রূহও ঐ নবাগত রূহকে পেয়ে ততোধিক আনন্দিত হয়। মু'মিনদের রূহ নবাগত রূহকে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? তখন ফেরেশতারা বলেন, তার সম্পর্কে তোমরা কি জিজ্ঞাসা করবে? সে দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনায় ছিল। যখন নবাগত রূহ বলেঃ সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন আসমানের ফেরেশতারা বলেনঃ তাকে তার বাসস্থান হাবিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর কাফির যখন তার মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে আযাবের ফেরেশতারা চটের ছালা নিয়ে আগমন করে এবং আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে, "তুমি আল্লাহ তা'আলার আযাবের পানে বের হয়ে আসো, তুমিও আল্লাহ তা'আলার উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহ তা'আলাও তোমার উপর অসুন্তষ্ট।" তখন সে মুর্দারের দুর্গন্ধ থেকেও অধিকতর দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতারা তাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানের দরজায় পৌছে তখন তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকেঃ এ কি দুর্গন্ধ! এরপর ফেরেশতারা তাকে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে নিয়ে যায়। –(সুনানে আন-নাসায়ী:১৮৩৩)

কবর জীবন:

মৃত্যুর সাথে সাথে ফেরেশতারা রুহ নিয়ে উর্ধ্বাকাশে যান এবং সৎকর্মশীলদের আমলনামা ইল্লিনে এবং পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে রেখে তাকে কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয় পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

এই সেই কবর,যেখানে এসে সব দাপট হারিয়ে যায়।সব অহংকারীর গর্ব ধুলোয় মিশে যায়।ধনী-গরিব,উঁচু -নিচু, সাদা-কালোর গর্ব হারিয়ে যায় এখানে।সাড়ে তিন হাত মাটিই হয় সবার শেষ ঠিকানা। জমিনে পা না পড়া ধনীর আদরের দুলালও মাটি আর পোকামাকড়ের খাদ্য হয়ে যায়।

এই কবর চিনে না আমল ছাড়া অন্য কিছু।ইসলাম ছাড়া এখানে মুক্তি পাবে না কেউ।কবরেই শুরু হয়ে যায় কৃতকর্মের ফলাফল।ফলে এই কবরই কারো জন্য হয় জান্নাতি ফুলের বাগান,আর কারো বা জন্য জাহান্নাম!

দাফনের কিছুক্ষণ পর কবরে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হবেন এবং তারা সবাইকে তিনটি প্রশ্ন করবেন।যার জিন্দেগী ছিল দ্বীন ইসলামের উপর একমাত্র সেই সঠিক উত্তর দিতে পারে এবং তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে।জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে।সেই নিয়ামত দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে যাবে।

অপরপক্ষে যে ইসলামকে অস্বীকার করেছে দুনিয়ার জীবনে সে এর উত্তর দিতে পারবে না এবং তার কবরের আজাব শুরু হয়ে যাবে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় (এতটুকু দূরে যে,) তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার নিকট দু’জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তাঁর সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ তা’আলা তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তখন সে দু’টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। অন্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। অতঃপর তার দু’ কানের মাঝখানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে মারা হবে, যাতে সে চিৎকার করে উঠবে, তার আশপাশের সবাই তা শুনতে পাবে মানুষ ও জ্বীন ছাড়া। –(সহিহ বুখারী: ১৩৩৮)

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি। –(সহিহ বুখারী: ১৩৭৯)

কবরই আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। যে এতে রক্ষা পাবে,তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিল সহজ হয়ে যাবে।আর যে এতেই আটকে যাবে,তার পরবর্তী ধাপ কঠিন হয়ে পড়বে।

উসমান (রাঃ)-এর স্বাধীনকৃত দাস হানি থেকে বর্ণিত-

উসমান বিন আফফান (রাঃ) যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এতো কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, 'জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পরকালের (পথের) মঞ্জিল সমূহের প্রথম মঞ্জিল হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নিরাপত্তা লাভ করে তার জন্য পরবতী মঞ্জিল সমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে তবে তার পরবর্তী মঞ্জিল গুলো আরো কঠিনতর হয়।"

আর তিনি একথাও বলেছেন যে, "আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে অধিক বিভীষিকাময় হল কবর!" –(তিরমিযী: ২৩০৮)

পুনরুত্থান :

প্রথমবার শিঙ্গার ফুৎকারে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেয়া হবে এবং দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ- সমস্ত মানুষ কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে হিসাব-নিকাশের জন্য।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

"শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে।" –(সূরা ইয়াসিন :৫১)

মানুষ স্বভাবতই জানে যে,মৃত্যুর পর শরীর পঁচে গলে যায়,পোকামাকড়ের খাদ্য হয়।তাই পুনরুত্থানের বিষয়টি মানুষের কাছে অদ্ভুত ঠেকে এবং কাফিররা তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।তারা যুগে যুগে নবী রাসূলদের(আলাইহিমুস সালাম) কাছে এই বিষয়ে শোনে এবং সন্দিহান হয়।

তারা বলে-

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ

“আমরা যখন মরে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখন কি বাস্তবিকই আমাদেরকে (আমাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দেওয়া হবে?” –(সূরা সফফাত:৫৩)

মানুষ তো পূর্বে কিছুই ছিলো না।তাকেই তো রব অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন।দ্বিতীয় বার তাকে সৃষ্টি করা তো রবের কাছে কোনো বিষয়ই না।

তিনি বলেন-

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝

“আমার সম্পর্কে সে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজ সৃজনের কথা ভুলে বসে আছে। সে বলে, কে এই অস্থিগুলিকে জীবিত করবে এগুলো পচে-গলে যাওয়া সত্ত্বেও?”
–(সূরা ইয়াছিন:৭৮)

আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে একটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন পুনরুজ্জীবণের ব্যাপারে-

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

“তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিলো? বললো, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখো, নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায় নি এবং দেখো নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখো যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন বলে উঠলো-আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।” –(সূরা বাকারা:২৫৯)

মানুষ কত দুর্বল সৃষ্টি!তার জন্মের পরও বহুদিন তাকে পরনির্ভর থাকতে হয়।তার খাওয়া-দাওয়া,হাঁটা-চলা,কথা বলা সবকিছুর জন্যই সে থাকে পরনির্ভরশীল। সে-ই কিনা বড় হয়ে দাম্ভিক হয়ে যায়!ভুলে যায় তার দুর্বলতা।

হাশর:

পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত- সমস্ত মানুষকে সেদিন এক বিশাল ময়দানে একত্রিত করা হবে। সে দিন হবে এক ভয়ংকর দিন!মানুষ সেদিন নিজের স্ত্রী, কন্যা,পরিবার-পরিজন কাউকে চিনবে না,বরং তাদের বিনিময়ে হলেও আজাব থেকে বাঁচতে চাইবে!

এতো সহস্র কোটি দূরত্ব থেকেও যে সূর্যের উত্তাপে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়,সেটা সেদিন মাথার কিছুটা উপরে থাকবে এবং মানুষ পাপের মাত্রা অনুযায়ী ঘামতে থাকবে সেদিন।

মিকদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাতের দিন সূর্যকে মানুষের সন্নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। অবশেষে তা মানুষের এক মাইলের দূরত্বের মাঝে চলে আসবে।

মানুষ তাদের আমল অনুসারে ঘর্মের মাঝে ডুবে থাকবে। তাদের কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত হবে, কেউ হাঁটু পর্যন্ত ঘামের মধ্যে থাকবে,কেউ কোমর পর্যন্ত আর কারো মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ মুখের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। –(সহিহ মুসলিম: ৭০৯৮)

আল্লাহর আরশ ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন। আর সেখানে ছায়া পাবে কেবল সাত শ্রেণীর মানুষ।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে দিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,

২. সে যুবক, যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে,

৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে,

৪. সে দু ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য,

৫. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’,

৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না,

৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, ফলে তার দু চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে। –(সহিহ বুখারী:৬৬০)

নবীগণ(আলাইহিমুস সালাম) পর্যন্ত সেদিন নিজের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকবেন।প্রত্যেকে’ ইয়া নাফসী,ইয়া নাফসী’ বলতে থাকবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া।তিনি বলবেন-'ইয়া উম্মতি,ইয়া উম্মতি’।

সেদিন আল্লাহ আর মানুষের মাঝে কোনো আড়াল থাকবে না।কোনো দোভাষীও থাকবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন -

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ ۙ

لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ

يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ

“তারা কি চিন্তা করে না, তাদেরকে জীবিত করে ওঠানো হবে?এক মহা দিবসে।যে দিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।” –(সূরা মুত্বফফিফীন ৪-৬)

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

“আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়।” –(সূরা হিজর:২৫)

সেদিন এমন ভয়ংকর হবে যে,মানুষ কেউ কারো দিকে তাকানোরও সাহস পাবে না। কেউ কারও খোঁজও করবে না।সবাই নিজের চিন্তায়ই ব্যাকুল থাকবে।এমনকি মানুষ বিবস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কেউ কারো দিকে তাকাবে না।

সবাই চাইবে সবকিছুর বিনিময়ে হলেও নিজেকে রক্ষা করতে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

“সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ
থেকে,তার মাতা, তার পিতা থেকে,তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে,
সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।”
–(সূরা আবাসা:৩৪-৩৭)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

“ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে হাশর ময়দানে খালি পা, বস্ত্রহীন এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ

“যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার প্রতিশ্রুতি। এর বাস্তবায়ন আমি করবই।”–(আম্বিয়াঃ ১০৪)।

আর কেয়ামতের দিন সবার আগে যাকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (‘আঃ)।”

–(সহিহ বুখারী:৩৩৪৯)

সেদিন পিপাসার্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য পানির ব্যবস্থা থাকবে-হাউজে কাউসারে।যার দায়িত্বে থাকবেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

“ইয়ামান দেশের আদান হতে সিরিয়ার অন্তর্গত বালকা শহরের আম্মান নামক জায়গার দূরত্বের সমান হবে আমার হাওযের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমান। এর পানির রং দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমসংখ্যক। যে ব্যক্তি তা হতে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য অর্জন করবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের মাথার চুল উষ্কখুষ্ক, পোশাক ধূলিমলিন, যারা ধনীর দুলালীদের বিয়ে করেন নি এবং যাদের জন্য বন্ধ দরজা খোলা হতো না।”–(জামে' আত-তিরমিজি: ২৪৪৪)

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরস্থানে এসে কবরবাসীদের সালাম দিলেন এবং বললেন, "আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমীম মু‘মিনীন ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহ তাআলা বিকুম লাহিকূন" -(ঈমানদার কবরবাসীরা!তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহর মর্জি আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো)।

অতঃপর তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমরা আমাদের ভাইদের দেখতে পাবো। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলেনঃ তোমরা আমার সাহাবী। আর যারা আমাদের পরে আসবে তারা আমার ভাই। আমি তোমাদের আগেই হাওযের নিকট উপস্থিত হবো। তারা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন লোকদের আপনার উম্মাতরূপে কিভাবে চিনবেন, যারা এখনো জন্মলাভ করেনি? তিনি বলেনঃ তোমরা কি দেখো না, যদি কোনো ব্যক্তির একটি সাদা পা ও সাদা পেশানীযুক্ত ঘোড়া অপর ব্যক্তির কালো ঘোড়ার পালে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াটি চিনতে পারবে না? তারা বলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। তিনি বলেনঃ তারা কিয়ামতের দিন উযুর বদৌলতে সাদা পেশানী ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট অবস্থায় আসবে। তিনি আরো বলেনঃ আমি তোমাদের আগেই হাওযে কাওছারে উপস্থিত হবো। একদল লোক আমার হাওয থেকে বিতাড়িত হবে,

যেমন পথভোলা উট বিতাড়িত হয়। আমি তাদেরকে ডেকে বলবোঃ তোমরা এদিকে এসো, তোমরা এদিকে এসো। তখন বলা হবে, এসব লোক আপনার পর (দ্বীনকে) পরিবর্তন করেছে এবং অবিরত তারা তাদের পশ্চাতে ফিরে গেছে। তখন আমি বলবোঃ সাবধান! দূর হও, দূর হও।" –(সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪৩০৬)

পক্ষান্তরে অপরাধীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে -

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

"এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।" –(সূরা মারইয়াম:৮৬)

সেদিন মুক্তির একমাত্র উপায় হবে ঈমান ও ইসলাম।

মিযান:

সেদিন স্থাপিত হবে পাপ-পুণ্যের পাল্লা।বিচার করবেন শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক স্বয়ং রাব্বুল আলামীন।যাঁর দৃষ্টিকে কেউ কখনো ফাঁকি দিতে পারে নি।যাঁর হিসাব রক্ষণকারী ফেরেশতারাও কখনো ভুল করে নি। এবং উপস্থিত হবে হিসাব খাতা,যাতে ছোট -বড় কিছুই বাদ পড়ে নি।

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" –(সূরা যিলযাল :৬-৮)

وَكُلَّ اِنۡسَانٍ اَلۡزَمۡنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیۡ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخۡرِجُ لَهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ كِتٰبًا یَّلۡقٰىهُ مَنۡشُوۡرًا

"আমি প্রত্যেক মানুষের (কাজের) পরিণাম তার গলদেশে সেঁটে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন আমি (তার আমলনামা) লিপিবদ্ধরূপে তার সামনে বের করে দেব, যা সে উন্মুক্ত পাবে।" –(বনী ইসরাইল:১৩)

সেদিন সবার আমলনামা সবাই নিজেই দেখতে পাবে এবং সেখানে সে বড়,ছোট, গোপন,প্রকাশ্য কোনো আমলই গোপন পাবে না,পাবে না অণু পরিমাণ কোনো পাপও অপ্রকাশ্য।ন্যায়ের দাড়িপাল্লা সেদিন সামনে থাকবে। কারো সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করা হবে না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَي الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

"আর 'আমলনামা' সামনে রেখে দেওয়া হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, তাতে যা (লেখা) আছে, তার কারণে তারা আতঙ্কিত এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ! এটা কেমন কিতাব, যা আমাদের ছোট-বড় যত কর্ম আছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে রেখেছে, তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি কোনো জুলুম করবেন না।" –(সূরা কাহফ:৪৯)

আমলনামার কোনো কিছুই সে অস্বীকারও করতে পারবে না।তার নিজের শরীর,হাত,পা ও সেদিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"যে দিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা সাক্ষ্য দেবে।" –(সূরা নূর:২৪)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বান্দা যে তার রবের সাথে

সরাসরি কথা বলবে, সেই কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, হে রব! তুমি কি আমাকে যুলম হতে নিরাপত্তা দান কর নি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, তখন বান্দা বলবে, আজ আমি আমার সম্পর্কে আপনজন ব্যতীত আমার বিরুদ্ধে অন্য কারও সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসাবে এবং কিরামান-কাতেবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা কে কখন কি কি কাজ করেছ বল। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে দিবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেওয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গসমূহকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দুর্ভাগা অঙ্গসমূহ! তোরা দূর হ! তোদের ধ্বংস হোক! তোদের জন্যই তো আমি আমার রবের সাথে ঝগড়া করেছিলাম। –(মুসলিম)

সেদিন স্থাপিত হবে ন্যায়বিচারের পাল্লা।

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

“আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।” –(সূরা আম্বিয়া:৪৭)

সেদিন যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সেই একমাত্র রেহাই পাবে। তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সেই হবে সফলকাম।আর যার বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে হবে লাঞ্ছিত।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا

“যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে।তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে।এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে,সে মৃত্যুকে আহবান করবে,এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” –(সূরা ইনশিক্কক:৭-১২)

মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।”

ক্ষমা ও মাফ করে দেয়া তাঁর বিশেষণ। হ্যাঁ, তবে পাপী ও অপরাধীদেরকে তিনি স্বীয় ক্ষমতা, নিপুণতা এবং আদল ও ইনসাফের সাথে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

অপরাধী ও অবাধ্য লোকদের দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর কাফির ও মুশরিকরা ছাড়া মু'মিনরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। ইসলামই শুধু রক্ষাকারী হবে।আল্লাহ তাআলা এক অণু পরিমাণও অন্যায় করেন না। তিনি পুণ্যকে বৃদ্ধি করে দেন দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত কিংবা আরো বেশি।কিন্তু পাপকে সমান রাখেন এবং তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার অবকাশও দেন মৃত্যু পর্যন্ত। এবং বান্দা ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে তিনি তার পাপকেও পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।কত সুমহান রব তিনি!

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সে যে আমালে সালেহ (নেক আমল) করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাত শ গুণ পর্যন্ত (পুণ্য) লেখা হয়। আর সে যে পাপ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই পাপ লেখা হয়।

–(সহিহ বুখারী: ৪২)

নাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, আমি কোনো পরোয়া করি না।

হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।" –(রিয়াদুস সলেহিন:৪৪৭)

এতদসত্ত্বেও কেউ দুর্ভাগা হলে তার কর্মফল তার পেতেই হবে যদি না রব অন্যরকম ইচ্ছে করেন।আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন! আমলনামা ডান হাতে দিন!

প্রত্যেক জুলুমের সেদিন বদলা নেওয়া হবে জালিমের থেকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

"কিয়ামতের দিন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে তাঁর সামনে একত্রিত করবেন। ঐ সময় তারা উলঙ্গ দেহ ও খৎনাহীন অবস্থায় থাকবে। তাদের কাছে কোনই আসবাবপত্র থাকবে না। তারপর তাদের সামনে ঘোষণা করা হবে, যে ঘোষণা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই সমানভাবে শুনতে পাবে। মহান আল্লাহ বলবেনঃ "আমি মালিক। আমি বিনিময় প্রদানকারী। ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাহান্নামী জাহান্নামে যাবে না যতক্ষণ না আমি তার ঐ হক আদায় করে না দেবো যা কোনো জান্নাতীর জিম্মায় রয়েছে। আর কোনো জান্নাতিও জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার ঐ প্রাপ্য আদায় করে দেবো যা কোনো জাহান্নামীর যিম্মায় রয়েছে। ঐ হক বা প্রাপ্য যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।" আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সবাই তো সেদিন উলঙ্গ দেহ ও মালধন শূন্য অবস্থায় থাকবে, এ অবস্থায় কেমন করে প্রাপ্য আদায় করা হবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাঁ (যেভাবেই হোক না কেন), সেই দিন পুণ্যবান ও পাপীদের নিকট থেকে হক বা প্রাপ্য আদায় করে নেয়া হবে।"

–(হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোনো শিং বিহীন বকরীকে যদি কোনো শিং বিশিষ্ট বকরী শিং দ্বারা গুঁতো মেরে থাকে তবে তার থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে।"

আবু সায়িদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ “আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখবো? তিনি বলেনঃ “তোমরা কি সূর্য ও চাঁদ দেখায় সন্দেহ কর যখন আসমান পরিষ্কার থাকে?”, আমরা বললামঃ না, তিনি বললেনঃ “নিশ্চয়ই সেদিন তোমরা তোমাদের রবকে দেখায় সন্দেহ করবে না, যেমন চাঁদ-সূর্য উভয়কে দেখায় সন্দেহ করো না”। অতঃপর বললেনঃ “একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেঃ প্রত্যেক সম্প্রদায় যেন তার নিকট যায়, যার তারা ইবাদত করত, ক্রুসের অনুসারীরা তাদের ক্রুসের সাথে যাবে; মূর্তিপূজকরা তাদের মূর্তির সাথে যাবে; এবং প্রত্যেক মাবুদের ইবাদতকারীরা তাদের মাবুদের সাথে যাবে। অবশেষে আল্লাহকে ইবাদতকারী নেককার অথবা বদকার লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে এবং কতক কিতাবী, অতঃপর জাহান্নাম হাজির করা হবে যেন তা মরীচিকা। অতঃপর ইহুদিদের বলা হবেঃ তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবেঃ আমরা আল্লাহর ছেলে উযাইর এর ইবাদত করতাম, অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা মিথ্যা বলেছো, আল্লাহর কোন স্ত্রী ও সন্তান নেই, তোমরা কি চাও? তারা বলবেঃ আমরা চাই আমাদেরকে পানি পান করান, বলা হবেঃ তোমরা পান কর, ফলে তারা জাহান্নামে ছিটকে পড়বে। অতঃপর খ্রিষ্টানদের বলা হবেঃ তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবেঃ আমরা আল্লাহর ছেলে ঈসার ইবাদত করতাম, বলা হবেঃ তোমরা মিথ্যা বলেছো, আল্লাহর কোন স্ত্রী ও সন্তান নেই, তোমরা কি চাও? তারা বলবেঃ আমরা চাই আমাদের পানি পান করান। বলা হবেঃ পান কর, ফলে তারা জাহান্নামে ছিটকে পড়বে, অবশেষে আল্লাহকে ইবাদতকারী নেককার ও বদকার অবশিষ্ট থাকবে, তাদেরকে বলা হবেঃ কে তোমাদেরকে আটকে রেখেছে অথচ লোকেরা চলে গেছে? তারা বলবেঃ আমরা তাদেরকে (দুনিয়াতে) ত্যাগ করেছি, আজ আমরা তাঁর (আমাদের রবের) বেশী মুখাপেক্ষী, আমরা এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কওম যেন তার সাথেই মিলিত হয়, যার তারা ইবাদত করত, তাই আমরা আমাদের রবের অপেক্ষা করছি। তিনি বলেনঃ অতঃপর আল্লাহ তাদের নিকট আসবেন ভিন্ন সুরুতে, যে সুরুতে প্রথমবার তারা তাঁকে দেখেনি। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের রব। তারা বলবেঃ আপনি আমাদের রব, নবীগণ ব্যতীত তাঁর সাথে কেউ কথা বলবে না। তিনি বলবেনঃ তোমাদের ও তার মাঝে কোন নিদর্শন আছে যা তোমরা চিনো? তারা বলবেঃ পায়ের গোছা, ফলে তিনি তাঁর গোছা উন্মুক্ত করবেন, প্রত্যেক মুমিন তাঁকে সেজদা করবে, তবে যে লোকদেখানো কিংবা লোকদের শোনানোর জন্য সেজদা করতো সে অবশিষ্ট থাকবে। সে সেজদা করতে চাইবে কিন্তু তার পিঠ উল্টো সোজা খাড়া হয়ে যাবে। অতঃপর পুল আনা হবে এবং তা

জাহান্নামের ওপর রাখা হবে। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল পুল কি? তিনি বললেনঃ পদস্খলনের স্থান, তার ওপর রয়েছে ছো মারা হুক, পেরেক, বিশাল বড়শি যার রয়েছে বড় কাঁটা যেরূপ নজদ এলাকায় হয়, যা সাদান বলা হয়। তার ওপর দিয়ে মুমিনগণ চোখের পলক, বিদ্যুৎ, বাতাস, শক্তিশালী ঘোড়া ও পায়দল চলার ন্যায় পার হবে, কেউ নিরাপদে নাজাত পাবে, কেউ ক্ষতবিক্ষত হয়ে নাজাত পাবে এবং কেউ জাহান্নামে নিক্ষেপ হবে, অবশেষে যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি অতিক্রম করবে তখন তাকে টেনে- হিঁছড়ে পার করা হবে। আর কোনো সত্য বিষয়ে তোমরা আমার নিকট এতটা পীড়াপীড়ি কর না, -তোমাদের নিকট যা স্পষ্ট হয়েছে- মুমিনগণ সেদিন আল্লাহর নিকট যতটা পীড়াপীড়ি করবে, যখন দেখবে যে তাদের ভাইদের মধ্যে শুধু তারাই নাজাত পেয়েছে, তারা বলবেঃ হে আমাদের রব, আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাথে সালাত আদায় করতো, আমাদের সাথে সিয়াম পালন করতো এবং আমাদের সাথে আমল করতো। আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ যাও যার অন্তরে তোমরা দিনার পরিমাণ ঈমান দেখো তাকে বের করো। আল্লাহ তাদের আকৃতিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। তারা তাদের নিকট আসবে, তাদের কেউ পা পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে, কেউ গোছার অর্ধেক পর্যন্ত, তারা যাদেরকে চিনবে বের করে আনবে। অতঃপর ফিরে আসবে, আল্লাহ বলবেনঃ যাও, যার অন্তরে তোমরা অর্ধেক দিনার পরিমাণ ঈমান দেখো তাকে বের করো, তারা যাকে চিনবে বের করে আনবে। অতঃপর ফিরে আসবে, আল্লাহ বলবেনঃ যাও যার অন্তরে তোমরা অণু পরিমাণ ঈমান দেখো তাকে বের করো, ফলে তারা যাকে চিনবে বের করবে"। আবু সায়িদ বলেনঃ যদি তোমরা আমাকে সত্য জ্ঞান না করো, তাহলে পড়ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না। আর যদি সেটি ভালো কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান করেন।"

– (সূরা নিসাঃ ৪০)

অতঃপর নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। আল্লাহ বলবেনঃ আমার সুপারিশ বাকি রয়েছে, অতঃপর জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি গ্রহণ করবেন, ফলে এমন লোক বের করবেন যারা জ্বলে গিয়েছে, তাদেরকে জান্নাতের দরজার নিকট অবস্থিত নহরে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে বলা হয় সঞ্জীবনী পানি, ফলে তার দুপাশে গজিয়ে উঠবে যেমন প্রবাহিত পানির উর্বর মাটিতে শস্য গজিয়ে উঠে, যা তোমরা দেখেছো পাথর ও গাছের পাশে, তার থেকে যা

সূর্যের দিকে তা সবুজ এবং যা ছায়ার আড়ালে তা সাদা, অতঃপর তারা মুক্তোর ন্যায় বের হবে। অতঃপর তাদের গর্দানে সীলমোহর দেয়া হবে, অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, জান্নাতিরা বলবেঃ তারা হচ্ছে রহমানের নাজাতপ্রাপ্ত, তাদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন কোনো আমলের বিনিময়ে নয়, যা তারা করেছে, বা কোনো কল্যাণের বিনিময়ে নয় যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ তোমাদের জন্য তোমরা যা দেখেছো তা এবং তার সাথে তার অনুরূপ"। –(বুখারি ও মুসলিম)

পুলসিরাত:

হিসাব নিকাশ শেষ হওয়ার পর মানুষকে পুলসিরাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত হবে।এই পুলসিরাত চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম, তরবারির চেয়েও অধিক ধারালো।প্রত্যেক মানুষকে এই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে।জান্নাতীরা তাঁদের আমলের অনুপাতে আলো পেয়ে তা অতিক্রম করে যাবে।কিন্তু জাহান্নামীরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।তারা জাহান্নামে পতিত হবে।

আবু যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, জাবির ইবনু আবদুল্লাহকে(পুলসিরাতের উপর দিয়ে) অতিক্রম করতে হবে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন আমরা এরূপে আসব। তিনি মাথা উঁচু করে দেখালেন। এরপর একে একে প্রত্যেক জাতিকে তাদের নিজ নিজ দেব-দেবী ও উপাস্যের নামসহ ডাকা হবে। তারপর আল্লাহ আমাদের (মু'মিনদের) নিকট এসে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় রয়েছ? মু'মিনগণ বলবে, আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি। তিনি বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখবো (আমরা তা মানছি না)। এরপর আল্লাহ তখন এমনভাবে উদ্ভাসিত হবেন যে, তিনি হাসছেন। অনন্তর তিনি তাদের নিয়ে চলবেন এবং মুমিনগণ তাঁর অনুসরণ করবে। মুনাফিক কি মুমিন প্রত্যেক মানুষকেই নূর প্রদান করা হবে। তারপর তারা এর অনুসরণ করবে। জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে কাঁটাযুক্ত লৌহ শলাকা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সেগুলো পাকড়াও করবে। মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। আর মুমিনগণ

নাযাত পাবেন। প্রথম দল হবে সত্তর হাজার লোকের, তাদের কোন হিসাবই নেয়া হবে না। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। তারপর আরেক দল আসবে তাদের মুখমন্ডল হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্ত। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে পার হয়ে যাবে। তারপর শাফাআতের অনুমতি প্রদান করা হবে। ফলে সকলেই শাফাআত করবে। এমনকি যে ব্যক্তি "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লহ" স্বীকার করেছে এবং যার অন্তরে সামান্য যব পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। পরে এদেরকে জান্নাতের আঙিনায় জমায়েত করা হবে, আর জান্নাতীগণ তাদের গায়ে পানি সিঞ্চন করবেন, ফলে তারা এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে যেমনভাবে কোন উদ্ভিদ স্রোতবাহিত পানির ধারে সতেজ হয়ে উঠে। আগুনে পোড়া দাগসমূহ মুছে যাবে। এরপর তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাবে। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করবেন। তাদের প্রত্যেককে পৃথিবীর ন্যায় এবং তৎসহ আরো দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। –(সহিহ মুসলিম: ৩৫৭)

জান্নাত :

মহাসফলকাম ব্যক্তিরা সেদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।যার দরজা খুলবেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে স্বয়ং রবের পক্ষ থেকে!

মানুষের কল্পনা যত সুন্দর হতে পারে,তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি সুন্দর এই জান্নাত!তারা সেখানে যা চাইবে, তা-ই পাবে।সেদিন মানবের অতৃপ্ত অন্তর চিরতরে তৃপ্ত হয়ে যাবে।

সেখানে রয়েছে এমন সব প্রতিদান, যা কোনো চোখ কখনো দেখে নি,কোনো কান কখনো তা শোনেনি এমনকি কোনো অন্তর কখনো তা কল্পনাও করেনি!সুবহানআল্লাহ!

জান্নাতের প্রাসাদ হবে মণিমুক্তা খচিত,পায়ের কাছে বয়ে যাবে ঝর্ণা!

এই জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল তাঁরাই যারা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে।মুমিনদের কৃতকর্ম স্বরূপ এই প্রতিদান দেয়া হবে।গুনাহগার মুমিনরাও তাদের শাস্তি ভোগ করা শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে।শেষ পর্যন্ত সরিষা পরিমাণ ঈমান যাদের অন্তরে রয়েছে,তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

কিন্তু ঈমান ছাড়া আর কারো ঠাঁই হবে না এখানে।

ফলে ইসলাম ছাড়া অন্যদের জান্নাতে প্রবেশের কোনো সুযোগ থাকবে না।

أُولَـٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান।" –(সূরা আল ইমরান :১৩৬)

জান্নাতীরা স্বয়ং রবের মেহমান।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفدا

"(সেই দিনকে ভুলো না) যে দিন আমি মুত্তাকীগণকে অতিথিরূপে দয়াময় (আল্লাহ)-এর কাছে একত্র করবো।" –(সূরা মারইয়াম:৮৫)

চূড়ান্ত সফলতা এটাই।

قَالَ اللَّهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ বললেনঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিনী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা।" –(সূরা মায়িদা:১১৯)

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী। আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল।" –(সূরা ইউনুস:২৬)

জান্নাতে সর্বত্র শোনা যাবে,সালাম!

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" –(সূরা যুমার:৭৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সব কিছু হতে উত্তম। তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম।"
–(সহিহ বুখারী:২৭৯৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার আবাসস্থল যেরূপ চিনত, তার চেয়ে অধিক তার জান্নাতের আবাসস্থল চিনতে পারবে।" –(সহিহ বুখারী:২৪৪০)

জান্নাতে পানপাত্র হবে স্বর্ণের,হাসোজ্জ্বল চিরতরুণ কিশোরেরা তা পরিবেশন করবে।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।" –(সূরা যুখরুফ:৭১)

জান্নাতে থাকবে পানি, দুধ,মধু এবং মদের নহর।জান্নাতী মদ খেয়ে কেউ কখনো মাতাল হবে না।

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۚ

"পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা।" –(সূরা মুহাম্মদ:১৫)

জান্নাতীরা বহু মূল্যবান গালিচায় হেলান দিয়ে মুখোমুখি বসবে।তারা রেশমের পোশাক পরিধান করবে।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

"তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে থাকবে।" –(সূরা রহমান:৫৪)

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

"তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।" –(সূরা রহমান :৭৬)

জান্নাতের গাছের কান্ড হবে স্বর্ণের। গাছের ছায়া হবে সুবিস্তৃত।

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, যার ছায়াতলে যে কোনো যাত্রী একশত বছর ধরে চলতে থাকবে কিন্তু তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না।" –(সহীহ বুখারী:৪৮৮১)

জান্নাতে কেউ অপছন্দনীয় কিছু শুনবে না।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا

"তারা তথায় অবান্তর ও কোনো খারাপ কথা শুনবে না।" –(সূরা ওয়াকিয়াহ:২৫)

জান্নাতে পুরুষদের জন্য থাকবে হুর,যাদের সৌন্দর্য এত বেশি হবে যে,জান্নাতী হুরেরা যদি কেউ দুনিয়ার দিকে উঁকি দিতো,পুরো আসমান ও জমিন আলোকিত হয়ে যেতো।তারা হবে ডাগর আঁখিবিশিষ্ট।কোনো মানুষ কিংবা জ্বীন তাদের কখনো স্পর্শ করে নি।তারা হবে স্বামীপরায়ণ।অন্য কারো দিকে তারা তাকাবে না।তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ, যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

وَحُوْرٌ عِيْنٌ

"এবং তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর।" –(সূরা ওয়াকিয়াহ: ২২)

হুরেরা গান গাইবে জান্নাতে মধুর আওয়াজে এবং জান্নাতি গাছেরা মিউজিক পরিবেশন করবে-

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতে আয়াতলোচনা হুরদের সমবেত হওয়ার একটি জায়গা রয়েছে। তারা সেখানে এমন সুরেলা আওয়াজে গান গাইবে, যেমন আওয়াজ কোনো মাখলূক ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। তারা এই বলে গান গাইবে: আমরা তো চিরঙ্গিনী, আমাদের ধ্বংস নেই। আমরা তো আনন্দ-উল্লাসের জন্যই, দুঃখ-কষ্ট নেই আমাদের। আমরা চির সন্তুষ্ট, আমরা কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। তাদের কতই না সৌভাগ্য যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যারা। –(জামে আত-তিরমিজি: ২৫৬৪)

" জান্নাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মাঝের সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সবকিছু চেয়ে উত্তম।" –(সহিহ বুখারী: ২৭৯৬)

জান্নাতীরা সেখানে মন যা চায়,তাই পাবে।

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

“তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।”

–(সূরা কাফ:৩৫)

এমনকি একজন কৃষিকাজ করতে চাইবে,আল্লাহ তাআলা তার আশাও পূরণ করবেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আলোচনায় রত ছিলেন। তখন তাঁর নিকট একজন গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি চাইবে কৃষিকাজ করার জন্য। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি পাও নি? সে বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি কৃষিকাজ করতে ভালোবাসি। অতি সত্বর ব্যবস্থা করা হবে। এই বীজ বোনা হবে। তক্ষুনি নিমিষে চারা গজাবে, সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা কাটা হবে আর তা পাহাড় সমান স্তুপ করা হবে। আল্লাহ তখন বলবেন, হে আদম সন্তান! লও। কারণ, তোমাকে কোনো কিছুই পরিতৃপ্ত করবে না। তখন বেদুঈন লোকটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ঐ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী পাবেন। কারণ, তাঁরা হলেন কৃষিজীবি। আর আমরা কৃষিজীবি নই! এতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে দিলেন। –(সহিহ বুখারী: ৭৫১৯)

জান্নাতের রয়েছে অনেকগুলো দরজা।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজা সমূহ হতে ডাকা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সলাতের দরজা হতে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান দরজা হতে ডাকা হবে। যে সাদাকাহ দানকারী, তাকে সাদাকাহ্‌র দরজা হতে ডাকা হবে। এরপর আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, সকল দরজা হতে কাউকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে

সব দরজা হতে ডাকা হবে? আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে। –(সহিহ বুখারী:১৮৯৭)

দুনিয়ায় মানুষের যত দুর্বলতা থাকে,জান্নাতে তারা তা থেকে মুক্ত থাকবে।ক্লান্তি,অসুস্থতা, দুর্বলতা কিছুই থাকবে না আর।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই দলের মানুষদের আকৃতি হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাকের শিকনিও বের হবে না, প্রস্রাব-পায়খানাও করবে না। তাদের ব্যবহার্য পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণের তৈরি আর সোনা-রূপার সংমিশ্রণে তৈরি হবে চিরুনি। চন্দন কাঠ ও আগরবাতি জ্বালানো থাকবে। তাদের শরীরের ঘাম হবে মিশকের মতো সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুজন করে স্ত্রী (হুর) থাকবে। সৌন্দর্যের কারণে মাংসের ভিতর দিয়ে তাদের পায়ের জংঘার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হবে। তাদের মধ্যে না থাকবে ঝগড়া-বিবাদ, আর না থাকবে হিংসা-বিদ্বেষ। তাদের সকলের অন্তর যেন একটি অন্তরে পরিণত হবে। সকাল-বিকাল তারা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করবে। –(জামে আত-তিরমিজি: ২৫৩৭)

এই জান্নাতের পরিধি এতো ব্যাপক যে-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা’আলা জান্নাতে একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু’টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত । আমার মনে হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। –(সহিহ বুখারী:২৭৯০)

কায়স (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভিতরের সব কিছুই হবে রূপার। আর দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভিতরের সবকিছুই হবে সোনার। জান্নাতুল আদনে তাদের ও তাদের রব্বের দর্শনের মাঝে তাঁর চেহারার উপর অহংকারের চাদর ব্যতীত আর কোনো কিছু আড়াল থাকবে না।–(সহিহ বুখারী: ৭৪৪৪)

সর্বশেষ যেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে,তাকেও দেয়া হবে যা সে চাইবে তার চেয়েও কয়েকগুণ বড় জান্নাত,কোনো কোনো বর্ণনায় পৃথিবীর চেয়ে দশগুণ বড়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জাহান্নামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু! জাহান্নামের লু হাওয়া আমাকে ঝলসে দিয়েছে, এর তেজ আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি আর অন্যটি চাইবে? লোকটি বলবে, না। আল্লাহ্, তোমার ইয্যতের কসম! আর অন্যটি চাইব না। তখন তার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দাও। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বলনি যে, তুমি আমার কাছে আর অন্য কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদম সন্তান! তুমি বড়ই বিশ্বাসঘাতক! সে এরূপই প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেনঃ সম্ভবত আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে চাইবে। লোকটি বলবে, না, তোমার ইয্যাতের কসম! অন্যটি আর চাইব না। তখন সে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করবে যে, সে আর কিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের দরজার নিকটে নিয়ে দিবেন। সে যখন জান্নাতের ভিতরের নিয়ামতগুলো দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি বল নাই যে তুমি আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদম সন্তান! তুমি কতই না বিশ্বাসঘাতক। লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্ট জীবের মাঝে সবচেয়ে হতভাগ্য কর না। এভাবে সে চাইতেই থাকবে।শেষে আল্লাহ্ হেসে দিবেন। আর আল্লাহ্ যখন হেসে দিবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে

দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তোমার যা ইচ্ছে হয় আমার কাছে চাও। সে চাইবে, এমনকি তার সব চাহিদা ফুরিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ এগুলো তোমার এবং আরো এতটা তোমার। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, ঐ লোকটি হচ্ছে সবশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী।   –(সহিহ বুখারী: ৬৫৭৩)

জান্নাতের এত এত নিয়ামতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো আল্লাহ তাআলার দীদার এবং সন্তুষ্টি।তারা সেখানে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে এবং আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের উপর তাঁর সন্তুষ্টি ঘোষণা করবেন।

সুহায়ব (বিন সিনান) (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : "যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও আরো অধিক।" –(সূরা ইউনুস : ২৬)।

অতঃপর তিনি বলেন, জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর এক ঘোষণাকারী ডেকে বলবে : জান্নাতবাসীগণ! নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা তিনি এখন পূর্ণ করবেন। তারা বলবে, তা কী? আল্লাহ তাআলা কি আমাদের (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারী করেন নি, আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেন নি, আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করেন নি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা আবরণ উন্মুক্ত করবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দীদারের চাইতে অধিক প্রিয় ও অধিক নয়ন প্রীতিকর আর কিছু দান করেন নি। –(সুনানে ইবনে মাজাহ:১৮৭)

আবূ সা‘ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! হাযির, আমরা আপনার খেদমতে হাযির। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছ? তারা বলবে, কেন খুশি হব না, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেই দান করেন নি। তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম

বস্তু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়েও উত্তম সে কোন বস্তু? আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। অতঃপর আমি আর কক্ষনো তোমাদের ওপর নাখোশ হব না। –(সহিহ বুখারী: ৬৫৪৯)

জান্নাতে বাজার থাকবে।সেখানে জান্নাতীরা যাবে। বেচা-কেনা করতে নয়,বরং পরস্পর দেখা করতে।

সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

একদা তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সাথে দেখা করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। সা'ঈদ (রহঃ) প্রশ্ন করেন, জান্নাতে কি বাজারও আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জানিয়েছেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতে গিয়ে নিজ নিজ আমলের পরিমাণ ও মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে জায়গা (মর্যাদা) পাবে। তারপর দুনিয়ার সময় অনুসারে জুমুআর দিন তাদেরকে (তাদের রবের দর্শনের) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের রবকে দেখতে আসবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। জান্নাতের কোনো এক বাগানে তাদের সামনে তাদের প্রভুর প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মণিমুক্তা, পদ্মরাগ মণি, যমরূদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিম্বারসমূহ রাখা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীরাও মিশক ও কর্পুরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন-নীচ হবে না। মিম্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাববে না। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনো সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বললেনঃ ঠিক সে রকম তোমাদের রবের দেখাতেও কোনো সন্দেহ থাকবে না। আর সে মজলিসের প্রত্যেক লোক আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলবে। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেনঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! অমুক দিন তুমি এমন কথা বলেছিলে, মনে আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কিছু নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দিবেন। লোকটি তখন বলবে, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে মাফ করেন নি? তিনি বলবেনঃ হ্যাঁ, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এ জায়গাতে পৌঁছেছো। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর এক খন্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা হতে তাদের উপর সুগন্ধি (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেরূপ

সুগন্ধ তারা ইতিপূর্বে কখনো কিছুতে পায় নি। আমাদের রব বলবেনঃ উঠো! আমি তোমাদের সম্মানে যে মেহমানদারি প্রস্তুত করেছি সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় তা গ্রহণ কর। তখন আমরা একটি বাজারে এসে হাযির হব, যা ফেরেশতারা ঘিরে রাখবে। সেখানে এরূপ পণ্যসামগ্রী থাকবে, যা না কোনো চোখ দেখেছে, না কোনো কানো শুনেছে এবং না কখনো অন্তরের কল্পনায় ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইবো, তাই তুলে দেয়া হবে। তবে বেচা-কেনা হবে না। আর সে বাজারেই জান্নাতীরা একে অপরের সাথে দেখা করবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতী সামনে এগিয়ে তাঁর চাইতে অল্প মর্যাদাবান জান্নাতীর সাথে দেখা করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু বলতে কিছু থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে অস্থির হয়ে যাবেন। এ কথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে করতে থাকবেন যে, তার গায়ে আগের চাইতে উত্তম পোশাক দেখা যাচ্ছে। আর এরূপ এজন্যই হবে যে, সেখানে কারো দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না। তারপর আমরা নিজেদের স্থানে ফিরে আসব এবং নিজ নিজ স্ত্রীদের দেখা পাবো। তারা তখন বলবে, মারহাবা, স্বাগতম! কি ব্যাপার! যে রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তার চাইতে উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছ। আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের আল্লাহ তাআলার সাথে মজলিসে বসেছিলাম। কাজেই এ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। –(জামে আত-তিরমিজি: ২৫৪৯)

কতই না প্রশান্তিময় সেই আবাস!যা নির্ধারিত স্বয়ং রবের পক্ষ থেকে আমলের পুরস্কার স্বরূপ।যার মেজবান স্বয়ং বিশ্বজাহানের রব।এবং এই আবাস চিরস্থায়ী। এই শান্তিও থাকবে চিরকাল!

তবে এতে প্রবেশের পূর্বশর্ত মুসলিম হওয়া।কেবলমাত্র ইসলামই এতে মুক্তির পাথেয়।অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদ নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের ছায়াতলে থেকে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে কবুল করুন!

জাহান্নাম:

সর্বনিকৃষ্ট এই আবাস!বড়ই দুর্ভাগা সেই সব ব্যক্তি,যারা এর অধিবাসী হবে। আল্লাহর থেকে পানাহ চাই আমরা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে!

যারা ঈমান ছাড়াই পরকালবাসী হবে,তারা জাহান্নামে থাকবে অনন্তকাল।সেখান থেকে কখনো তারা বের হতে পারবে না।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী।অনন্তকাল সেখানে
থাকবে।" –(সূরা বাকারা:৩৯)

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

"জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবেঃ আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি? অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছো? তারা বলবেঃ হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবেঃ আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর।" –(সূরা আরাফ:৪৪)

এই জাহান্নাম তাদেরই স্থায়ী ঠিকানা যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে,তাঁর সাথে শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

"তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবেঃ দহন শাস্তি আস্বাদন কর।" –(সূরা হাজ্জ:২২)

সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না।বরং তাদের নতুন নতুন চামড়া দেয়া হবে শাস্তি ভোগ করার জন্য।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

"এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।" –(সূরা নিসা:৫৬)

জাহান্নামীরা জান্নাতের অজস্র অগণিত নিয়ামত দেখে জান্নাতীদের কাছে ভিক্ষা চাইবে তা থেকে কিছু দেয়ার জন্য । কিন্তু তাদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে চিরতরে।

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

"দোযখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবেঃ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবেঃ আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন।" –(সূরা আরাফ:৫০)

তাদের খাদ্য হবে কাঁটাযুক্ত যাক্কুম গাছ আর পানীয় হবে ফুটন্ত পানি ও গরম পুঁজ যা তাদের যন্ত্রণা আরো বাড়াবে।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ

طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۛ

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۙ

"নিশ্চয়ই 'যাক্কুম' বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য। গলিত তাম্রের ক্ষত, তা তাদের উদরে ফুটতে থাকবে।" –(সূরা আদ-দুখান:৪৩-৪৫)

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।” –(সূরা কাহফ:২৯)

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

“তারা আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটোছুটি করবে।” –(সূরা রহমান:৪৪)

‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি। –(সহিহ বুখারী: ৪৩১)

জাহান্নামের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

“ তবে ভয় কর সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।” –(সূরা বাকারা:২৪)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা লাল বর্ণ ধারণ করে। আবার এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা সাদা রং ধারণ করে। আবার এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা কালো বর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর কালো বর্ণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। –(জামে' আত-তিরমিজি: ২৫৯১)

এই জাহান্নামের গভীরতা এত বেশি যে,হাদিসে এসেছে-

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি হঠাৎ একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা কি জানো, এটা কিসের আওয়াজ? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, এ একটি পাথর যা সত্তর বছর আগে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারপর তা কেবল নিম্নে পতিত হতে হতে এখন সেটা তার তলদেশে গিয়ে পৌঁছেছে। –(সহিহ মুসলিম: ৭০৫৯)

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে,তাদের জন্য জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে। পাপী মুমিনরা তাদের পাপের অনুপাতে কিছুদিন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

“আল্লাহ্ তা‘আলা সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’ উচ্চারণ করে।” –(সহিহ বুখারী:১১৮৬)

পক্ষান্তরে যে শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে,তারাই এর অধিবাসী।

‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে আল্লাহর সঙ্গে শির্‌ক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। –(সহিহ বুখারী:১২৩৮)

যেমন জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র চাবি ইসলাম, তেমনি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে তারাই,যারা অমুসলিম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবাইকে হেদায়েত দিন, দ্বীন ইসলামে প্রবেশের তৌফিক দিন।তাঁর ক্ষমার চাঁদরে আবৃত করে নিন সবাইকে।আমাদের সকলকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন !

পরকালে মুক্তির পথ একটিই

ইসলাম ছাড়া পরকালে মুক্তি পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই।পরকালে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

“যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

–(সূরা আল ইমরান :৮৫)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

“তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোনও দ্বীনের সন্ধানে আছে? অথচ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক আছে, তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে, (কতক তো) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) বাধ্য হয়ে। এবং তাঁরই দিকে তারা সকলে ফিরে যাবে।”

–(সূরা আল ইমরান :৮৩)

قُلۡ اَنَدۡعُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنۡفَعُنَا وَلَا یَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰۤی اَعۡقَابِنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِی اسۡتَهۡوَتۡهُ الشَّیٰطِیۡنُ فِی الۡاَرۡضِ حَیۡرَانَ ۪ لَهٗۤ اَصۡحٰبٌ یَّدۡعُوۡنَهٗۤ اِلَی الۡهُدَی ائۡتِنَا ؕ قُلۡ اِنَّ هُدَی اللّٰهِ هُوَ الۡهُدٰی ؕ وَاُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ لِرَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ

"(হে নবী! তাদেরকে) বল, আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব জিনিসের ইবাদত করব, যারা আমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং কোনো অপকারও করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দেওয়ার পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মত উল্টো দিকে ফিরে যাব, যাকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে মরুভূমিতে নিয়ে গেছে, ফলে সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? তার কিছু সঙ্গী আছে, যারা তাকে হিদায়াতের দিকে ডাক দেয় যে, আমাদের কাছে এসো। বল, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতই সত্যিকারের হিদায়াত। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমরা রাব্বুল আলামীনের সামনে নতি স্বীকার করি।" –(সূরা আনআম :৭১)

পরকালের অনন্ত সে জীবনে শান্তিতে থাকতে চাইলে ইসলামই একমাত্র সম্বল। নয়তো ভয়ংকর আজাবে পতিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" –(সূরা আল ইমরান :১০২)

মুমিনের জন্য মৃত্যুই প্রশান্তি এবং রবের সাথে সাক্ষাৎ, যার জন্য তার অধীর অপেক্ষা। তাকে বলা হবে-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي

"হে প্রশান্ত আত্মা!তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"
–(সূরা ফাজর:২৭-৩০)

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
"ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলেঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর।"
–(সূরা নাহল:৩২)

আর যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করেই পরকাল অভিমুখী হয়েছে,তাদের জন্য সে জীবন হবে ভয়ংকর।মৃত্যু থেকেই শুরু সে যন্ত্রণা।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ

"যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে।" –(সূরা আনআম:৯৩)

দুনিয়ায় মানুষের দৃষ্টির সামনে থাকে অদৃশ্য জগতের এক পর্দা।যার ফলে সে গায়েবের বিষয়ে জানতে পারে না।আর তাই কাফিররা ঈমান আনতে গড়িমসি করে।
কিন্তু মৃত্যুর সময় এই পর্দা সরে যায়।ফলে সে যে দুনিয়ায় ধোঁকায় ছিলো,তা স্পষ্টতই বুঝতে পারে এবং ঈমান আনার দাবী করে।কিন্তু সে সময়ের ঈমান তার কোনো কাজে দিবে না।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"আর এমন লোকদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" –(সূরা নিসা:১৮)

দুনিয়ায় যেমন অবিশ্বাসীরা ক্ষমতার দাপটে চলতো,তারা পরকালেও ভাববে হয়তো ধন-সম্পদে এখানেও পার পাওয়া যাবে!
কিন্তু না!

আল্লাহ তাআলা বলেন -

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

"যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক
আযাব! পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই।" –(সূরা আল ইমরান :৯১)

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার জ্ঞানের উৎস

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার রয়েছে শাশ্বত জ্ঞানের উৎস। তা হলো আল কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

" এই কিতাব (আল কুরআন), আমরা এটি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানব সমাজকে বের করে আনতে পারো অন্ধকার রাশি থেকে উজ্জ্বল আলোতে।"
–(সূরা ইবরাহীম:১)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.

" নিশ্চয়ই এ কুরআন পথ দেখায় সেই (জীবন পদ্ধতির) দিকে, যা সব চাইতে সঠিক, সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ।" –(সূরা বনি ইসরাইল:৯)

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় জ্ঞানের উৎস হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাহ। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলে দিয়েছে:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

"হে মুহাম্মদ! মানুষকে বলে দাও: তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" –(আল ইমরান:৩১)

এছাড়া ইসলাম যুগ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজমা ও কিয়াস করার সুযোগ রয়েছে।

ইসলামের এই উৎসদ্বয় শ্বাশত।এতে কোনো পরিবর্তন বা বিকৃতি নেই।নেই যুগ অনুপযোগিতা। বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বযুগেই গতিশীল এবং সর্বাধিক আধুনিক।

আল কুরআন এক বিস্ময়কর মোজেজা

আল কুরআন এক বিস্ময়কর মোজেজা।যারা নিরপেক্ষভাবে কুরআনকে নিজ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করবে,তারা সত্যকে পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আল কুরআন নিজেই এক জীবন্ত দাওয়াহ! যা আলোকিত করেছে, করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে শত সহস্র নওমুসলিমের জীবন। অনেক অমুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এঁকে পেয়েছে বিস্ময়কর এক জ্ঞানের ভান্ডার হিসেবে।তারা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছে এ কালাম মহাবিশ্বের স্রষ্টা ছাড়া আর কারো প্রেরিত হতে পারে না।

কুরআন মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমতের মাধ্যম।
রবের সাথে সরাসরি সংযোগ!

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحۡكِمَتۡ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِنۡ لَّدُنۡ حَكِيۡمٍ خَبِيۡرٍ ۙ

“আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে (দলীল-প্রমাণ দ্বারা) সুদৃঢ় করা হয়েছে। অতঃপর এমন এক সত্তার পক্ষ হতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।” –(সূরা হুদ:১)

আল কুরআন এক নূর তাঁর রবের পক্ষ থেকে।যার আলোতে উদ্ভাসিত হয় সত্য আর নিষ্প্রভ হয় বাতিল।মুমিনের হৃদয়কে দুনিয়ার যাবতীয় ঝড়-ঝঞ্ঝাট থেকে প্রশান্তি দানকারী।

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ۙ۬ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰى صِرَاطِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ ۙ

“আলিফ, লাম, রা (হে নবী!) এটি এক কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর ভেতর নিয়ে আসতে পারো। অর্থাৎ, সেই সত্তার পথে, যাঁর ক্ষমতা সকলের উপর প্রবল এবং যিনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত।” –(সূরা ইবরাহিম:আয়াত ১)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوۡهُ وَاتَّقُوۡا لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ۙ

“(এমনিভাবে) এটা এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করছি। সুতরাং এর অনুসরণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ হয়।”
–(সূরা আনআম :১৫৫)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۙ وَلَا يَزِيۡدُ الظّٰلِمِيۡنَ اِلَّا خَسَارًا

“আমি নাযিল করছি এমন কুরআন, যা মুমিনদের পক্ষে শেফা ও রহমত। তবে জালেমদের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি হয় না।” –(সূরা বনি ইসরাইল :৮২)

আল কুরআন সাবধানীদের জন্য সর্তককারী আর অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির বার্তাবাহক।

(قَيِّمًا لِّيُنۡذِرَ بَاۡسًا شَدِيۡدًا مِّنۡ لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ الَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا حَسَنًا ۙ

“নাযিল করেছেন একে সরল-সঠিক গ্রন্থরূপে, মানুষকে নিজের পক্ষ থেকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার এবং যেসকল মুমিন সৎকর্ম করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট প্রতিদান।” –(সূরা কাহফ:২)

কুরআনের মাহাত্ম্য কুরআন নিজেই ঘোষণা করছে-

اَللّٰہُ نَزَّلَ اَحۡسَنَ الۡحَدِیۡثِ کِتٰبًا مُّتَشَابِہًا مَّثَانِیَ ٭ۖ تَقۡشَعِرُّ مِنۡہُ جُلُوۡدُ الَّذِیۡنَ یَخۡشَوۡنَ رَبَّہُمۡ ۚ ثُمَّ تَلِیۡنُ جُلُوۡدُہُمۡ وَقُلُوۡبُہُمۡ اِلٰی ذِکۡرِ اللّٰہِ ؕ ذٰلِکَ ہُدَی اللّٰہِ یَہۡدِیۡ بِہٖ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَمَنۡ یُّضۡلِلِ اللّٰہُ فَمَا لَہٗ مِنۡ ہَادٍ

“আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী,এমন এক কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসামঞ্জস্য, (যার বক্তব্যসমূহ) পুনরাবৃত্তিকৃত, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এর দ্বারা তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটা আল্লাহর হেদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি যাকে চান সঠিক পথে নিয়ে আসেন আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে সঠিক পথে আনার কেউ নেই।” –(সূরা যুমার:২৩)

এই কুরআনের ভয়ে সৃষ্টিজগতের জড় বস্তুও ভীত।
আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَوۡ اَنۡزَلۡنَا ہٰذَا الۡقُرۡاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَیۡتَہٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ خَشۡیَۃِ اللّٰہِ ؕ وَتِلۡکَ الۡاَمۡثَالُ نَضۡرِبُہَا لِلنَّاسِ لَعَلَّہُمۡ یَتَفَکَّرُوۡنَ

“আমি যদি এ কুরআনকে অবতীর্ণ করতাম কোন পাহাড়ের উপর, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য এ কারণে বর্ণনা করি যে, তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।” –(সূরা হাশর:২১)

এতে সন্দেহ পোষণ করার মতো কোনো বিষয় নেই।দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে কুরআন নাজিল হয়েছে, অথচ এর শুরু ও শেষের নাযিলকৃত আয়াতের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।নেই কোথাও কোনো ছন্দপতন!

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।”
–(সূরা বাকারা:২)

আল কুরআন হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্যকারী। সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ প্রদর্শনকারী।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

"রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।" –(সূরা বাকারা:১৮৫)

আল কুরআন বারবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এতে কোনো সন্দেহ হলে,অনুরুপ একটি সূরা হলেও রচনা করতে।কিন্তু আরবরা তাদের কাব্য-সাহিত্য নিয়ে গর্বিত জাতি হলেও এর বিস্ময়কর রচনা দেখে এই চ্যালেঞ্জ নেয়ার কেউ সাহস করতে পারে নি!

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۟

"এ কুরআন এমন নয় যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ হতে রচনা করা হবে বরং এটা (ওহীর) সেই সব বিষয়ের সমর্থন করে, যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ (লাওহে মাহফূজে) যেসব বিষয় লিখে রেখেছেন এটা তার ব্যাখ্যা করে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।" –(সূরা ইউনুস:৩৭)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

"তারপরও কি তারা বলে, রাসূল নিজের পক্ষ হতে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর মতো একটি সূরাই (রচনা করে) নিয়ে এসো এবং (এ কাজে সাহায্য গ্রহণের জন্য) আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে নাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" –(সূরা ইউনুস:৩৮)

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

“তোমরা যদি এই (কুরআন) সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাক, যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল করেছি, তবে তোমরা এর মতো কোনো একটা সূরা বানিয়ে আনো। আর সত্যবাদী হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও।” –(সূরা বাকারা:২৩)

কুরআন নিজেই এই চ্যালেঞ্জের উত্তরও দিয়ে দিয়েছে -

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِہٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِيْرًا

“বলে দাও, এই কুরআনের মত বাণী তৈরি করে আনার জন্য যদি সমস্ত মানুষ ও জিন একত্র হয়ে যায়, তবুও তারা এ রকম কিছু আনতে পারবে না, তাতে তারা একে অন্যের যতই সাহায্য করুক।” –(সূরা বনি ইসরাইল :৮৮)

কুরআনুল কারীমের এক একটি শব্দ ভাষা-মাধুর্যে, দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারে এবং মঙ্গল ও কল্যাণে ভরপুর। আবার বাক্যের বিন্যাস ও সৌন্দর্য, শব্দের গাঁথুনী, রচনার গঠন শৈলী, অর্থের সুস্পষ্টতা এবং বিষয়ের পবিত্রতা অসাধারণ। এর খবরের আস্বাদন, এর বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীর সরলতামৃত সঞ্জীবনী, এর সংক্ষেপণ, উচ্চ আদর্শ, এর বিশ্লেষণ মু'জিযার প্রাণ। এর কোন কিছুর পুনরাবৃত্তি দ্বিগুণ স্বাদ দিয়ে থাকে। মনে হয় যেন খাঁটি মুক্তার বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। বার বার পড়লেও মনে বিরক্তি আসবে না। স্বাদ গ্রহণ করতে থাকলে সব সময় নতুন স্বাদ পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে থাকলে শেষ হবে না। এটা একমাত্র কুরআন পাকের বৈশিষ্ট্য।এর অপার্থিব স্বাদ সম্পর্কে তাঁকেই জিজ্ঞেস করলে বোঝা যাবে, যাকে মহান আল্লাহ জ্ঞান, অনুভূতি এবং বিদ্যাবুদ্ধির কিছু অংশ দান করেছেন। এর ভয় প্রদর্শন, ধমক এবং শাস্তির বর্ণনা মজবুত পাহাড়কেও নড়িয়ে দেয়। এর অঙ্গীকার, সুসংবাদ, দান ও অনুগ্রহের বর্ণনা অন্তরের শুষ্ক কুঁড়ির মুখ খুলে দেয়। এটা ইচ্ছা ও আকাঙ্খার প্রশমিত আবেগের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং বেহেশত ও আরামের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য চোখের সামনে উপস্থাপনকারী। এতে মন আনন্দিত হয়। এতে আগ্রহ উৎপাদক ঘোষণা হচ্ছেঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

সুতরাং কোনো ব্যক্তি জানে না এরূপ লোকদের জন্য তাদের কর্মফল স্বরূপ চোখ জুড়ানোর কত কি উপকরণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। –(সূরা সাজদাহ:১৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন পাকের মধ্যে যখন যে বিষয় ধরেছেন তাকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়েছেন। আর একে বিভিন্ন প্রকারের বাকপটুতা, ভাষালংকার এবং নিপুণতা দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক নির্দেশের মধ্যে মঙ্গল, সততা, লাভ এবং পবিত্রতার একত্র সমাবেশ ঘটেছে, আর প্রত্যেক নিষেধাজ্ঞা পাপ, হীনতা, ইতরামি এবং ভ্রষ্টতা কর্তনকারী।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ বলেছেন যে, যখন কুরআন মাজীদের মধ্যে يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শুনতে পাও তখন তোমরা কান লাগিয়ে দাও, হয়তো কোনো ভাল কাজের হুকুম দেয়া হবে, বা কোনো মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা হবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তিনি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন, পবিত্র জিনিস হালাল করেন এবং অপবিত্র জিনিস হারাম করেন, যে ভারী শিকল পায়ে জড়ানো ছিল এবং যে গলাবন্ধ গলায় দেয়া ছিল তা তিনি দূরে নিক্ষেপ করেন।"

কুরআন কারীমের মধ্যে আছে কিয়ামতের বর্ণনা, তথাকার ভয়াবহ দৃশ্য, বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা, দয়া ও কষ্টের পূর্ণ বিবরণ। আরও রয়েছে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের জন্যে নানা প্রকার নিয়ামতের বর্ণনা ও তার শত্রুদের জন্যে নানা প্রকার শাস্তির বর্ণনা। কোথাও বা আছে সুসংবাদ এবং কোথাও আছে ভয় প্রদর্শন। কোনো স্থানে আছে সৎকার্যের প্রতি আগ্রহ উৎপাদন এবং কোনো স্থানে আছে মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান। কোনো জায়গায় আছে দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতার শিক্ষা এবং কোনো জায়গায় আছে আখিরাতের প্রতি আগ্রহের শিক্ষা। এ সমুদয় আয়াতই মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর পছন্দনীয় শরীয়তের দিকে ঝুকিঁয়ে দেয়, অন্তরের কালিমা দূর করে, শয়তানী পথগুলো বন্ধ করে এবং মন্দ ক্রিয়া নষ্ট করে থাকে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবীকে (আলাইহিমুস সালাম) এমন মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যা দেখে মানুষ তাদের উপর ঈমান এনেছিল, কিন্তু আমার মুজিযা আল্লাহর ওয়াহী অর্থাৎ পবিত্র কুরআন। কাজেই আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীদের (আঃ) অপেক্ষা আমার অনুসারী বেশী হবে।" –(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

বিদায় হজ্জে আরাফার দিন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা নিয়ে আয়াত নাজিল হয়।

মহান আল্লাহ বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .

"আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা, তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম আমার নিয়ামত (আল কুরআন) এবং তোমাদের জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করলাম ইসলামকে।" –(সূরা আল মায়িদা: আয়াত ৩)

জীবন পরিচালনার জন্য কুরআন এক সংবিধান স্বয়ং রবের পক্ষ থেকে। নিঃসন্দেহে সেই বিধানই মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ কল্যাণকর, যা স্বয়ং তার রবের থেকে প্রেরিত। তিনিই তো দৃশ্য-অদৃশ্যের একমাত্র মালিক।গায়েবের একমাত্র অধিপতি। তিনিই তো ভালো জানেন বান্দার জন্য কোনটা কল্যাণকর এবং কোনটা অকল্যাণকর দুনিয়া ও আখিরাতে।
মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কীই বা জানতে পারে!সে তো অনেক সময় তার জন্য দেয়া কল্যাণকর ফয়সালাকেই অকল্যাণ ভেবে হা হুতাশ করে। কখনো বা অকল্যাণকর কিছুর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ

"সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না।" –(সূরা মুমিনুন:৭১)

ইসলাম শুধু ধর্মীয় ইবাদাতে সীমাবদ্ধ নয়,ইসলামের রয়েছে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা,বিচার ব্যবস্থা,অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা-চিকিৎসা সহ জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনের সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান।
মদীনা রাষ্ট্র যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা:

ইসলামী রাষ্ট্রে আইন চলবে শুধুমাত্র আল্লাহর। সৃষ্টি যাঁর, বিধানও তাঁরই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন -

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"শাসন চলবে কেবলমাত্র আল্লাহর।" –(সূরা আনআম:৫৭)

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ কর না।" –(সূরা আরাফ:৩)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" –(সূরা নিসা:৬৫)

রাষ্ট্রপ্রধান তথা খলিফার আনুগত্য জনগণের উপর অত্যাবশ্যক।

আল কুরআনের নির্দেশ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" –(সূরা নিসা:৫৯)

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "তোমরা শোনো ও আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে নেতা নিযুক্ত করা হয়-যার মাথা কিসমিসের মতো।" –(সহিহ বুখারী: ৬৯৩)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,“যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করলো, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানী করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করলো সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করলো। ইমাম তো ঢাল স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। অতঃপর যদি সে আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য পুরষ্কার রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে।” –(সহিহ বুখারী: ২৯৫৭)

তবে খলীফাহ যদি আল্লাহর নাফরমানী মূলক কোনো কাজের আদেশ দেয়,তখন তা আর মানা যাবে না।

ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “পাপ কাজের আদেশ না করা পর্যন্ত ইমামের কথা শোনা ও তার আদেশ মানা অপরিহার্য। তবে পাপ কাজের আদেশ করা হলে তা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না।” –(সহিহ বুখারী: ২৯৫৫)

পরিবার ব্যবস্থা:

পিতা-মাতা,ভাই-বোন,স্বামী-স্ত্রী, সন্তান -সন্ততি সকলের অধিকারের বিষয়ে ইসলাম স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব পালনে সতর্ক করেছে।

তেমনিভাবে বিবাহ,তালাক,ইদ্দত,মাহর সবকিছুর বিধান ইসলাম সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে।

পিতামাতার হক সম্পর্কে আল কুরআনে জোড় তাগিদ দেওয়া হয়েছে -

وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاہُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُہُمَاۤ اَوۡ کِلٰہُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّہُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡہَرۡہُمَا وَقُلۡ لَّہُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনো একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ পর্যন্ত বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।" –(সূরা বনি ইসরাইল :২৩)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেনঃতোমার মা। লোকটি বললোঃ অতঃপর কে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃতোমার মা। সে বললোঃ অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললোঃ অতঃপর কে? তিনি বললেনঃ অতঃপর তোমার বাবা। –(সহিহ বুখারী: ৫৯৭১)

রাসুল (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" –(মুসনাদে আহমাদ)

স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামে বলা হয়েছে -

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
"রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে।" –(সহীহ আবু দাউদ:১৮৫৭)

ইসলামে নারীর জন্য জান্নাত সহজ করে দেয়া হয়েছে। বাইরের জগতের কঠোর দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে।তার ঘরে থাকাই তার জিহাদ বলা হয়েছে।

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

"রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।" –(মুসনাদে আহমাদ)

অপরদিকে স্ত্রীর হকের দিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
স্ত্রীকে মাহর দিয়ে সসম্মানে ঘরে তোলা,তার জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তার ভরণপোষণ সহ যাবতীয় দায়িত্ব ইসলাম স্বামীর উপর অর্পণ করেছে।

হাকিম ইবনু মুআবিয়াহ থেকে বর্ণিতঃ

তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের উপর স্ত্রীর হক কি? তিনি বললেন, "তুমি যখন খাবে তোমার স্ত্রীকেও খাওয়াবে, আর যখন তুমি পোষাক পরবে তাকেও পোষাক পরাবে। আর মুখে আঘাত করবে না, তাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিবে না, তার সাথে চলাফেরা, কথাবার্তা বর্জন করবে না- তবে বাড়ির মধ্যে রেখে তা করতে পারবে।" –(বুলুগুল মারাম: ১০১৮)

স্বামী যাতে কথায় কথায় তালাক দিয়ে স্ত্রীকে কষ্ট দিতে না পারে, সেজন্য তালাকের বিধানে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে এবং তালাককে হালালের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

এভাবে ভাই-বোন,সন্তান-সন্ততি সকলের অধিকার আদায়ের প্রতি ইসলাম সমান গুরুত্বারোপ করেছে।

তেমনিভাবে পিতামাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ভাই-বোনের অংশ,সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী তারবিয়াতে গড়ে তোলা, প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের বিয়ে দেয়া ইত্যাদি বিষয়েও জোড় তাগিদ দিয়েছে।

সমাজব্যবস্থা:

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল।
যেহেতু রবের কাছে জবাবদিহির ভয় থাকে,তাই তারা সকলেই নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকে। অন্য কারো অধিকার হরণে সাবধান থাকে।
সবার সাথে আদব আখলাকে উত্তম হওয়ার চেষ্টারত থাকে।

ইসলামে উত্তম আখলাককে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।উত্তম আখলাক মিযানের পাল্লায় ওজনে সর্বাপেক্ষা ভারী হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আচরণের অধিকারী।” –(সহিহ বুখারী)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটিঃ

১. সালামের জবাব দেয়া,
২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া,
৩. জানাযার পশ্চাদানুসরণ করা,
৪. দাওয়াত কবূল করা এবং
৫. হাঁচিদাতাকে খুশী করা (আলহামদুলিল্লাহ-র জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)। –(সহিহ বুখারী:১২৪০)

এক মুসলিমকে অন্য মুসলিমের ভাই ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, “প্রত্যেকে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও যেন তা পছন্দ করে।”
এবং প্রত্যেকের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।

আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,” সে-ই প্রকৃত মুসলিম, যার জিহবা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ এবং সে-ই প্রকৃত মুহাজির, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা যে ত্যাগ করে।” –(সহিহ বুখারী:১০)

কারো সামনে কিংবা পিছনে কারো নিন্দা করা, দোষ খুঁজে বেড়ানোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে যা পারস্পরিক কোহলের মূল কারণ। সব মুসলিমের ব্যাপারে উত্তম ধারণা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

দুর্ভোগ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির, যে পেছনে অন্যের বদনাম করে (এবং) মুখের উপরও নিন্দা করে। –(সূরা হুমাযাহ:১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
“রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, খারাপ ধারণাপ্রসূত বিষয় সর্বাপেক্ষা মিথ্যা। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, সুপ্তদোষ অনুসন্ধান করো না, তোমরা পরস্পর লিপ্সা করো না, পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করো না, হিংসা করো না; একে অন্যের পিছনে লেগে থেকো না বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। “
–(সহিহ মুসলিম: ৬৪৩০)

সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দেহের এক অঙ্গ অসুস্থ হয়ে গেলে যেমন পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে যায়,তেমনি পৃথিবীর এক প্রান্তের মুসলিমের বিপদে পুরো মুসলিম উম্মাহও যেন ব্যথিত হয়ে পড়ে এবং বিপদ থেকে উদ্ধারে সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুমিনের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দা আপন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ সে বান্দাকে সাহায্য করবেন। –(মুসলিমঃ ২৬৯৯)

ইসলাম অন্যের অধিকার নিয়ে সদা সচেতন। এমনকি কারো অধিকার নষ্ট করা হলে সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও ক্ষমা করেন না।প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

হাদিসে বলা হয়েছে-

"তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদিম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেনঃ পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।" –(সহীহ বুখারী)

একের সম্পদ অন্যের কাছে আমানত।তাতে কারো হস্তক্ষেপ অন্যায়।

وَلَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ وَتُدۡلُوۡا بِهَاۤ اِلَى الۡحُـکَّامِ لِتَاۡکُلُوۡا فَرِيۡقًا مِّنۡ اَمۡوَالِ النَّاسِ بِالۡاِثۡمِ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

"তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে এই উদ্দেশ্যে মামলা রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোনও অংশ জেনে শুনে পাপের পথে গ্রাস করবে।" –(সূরা বাকারা:১৮৮)

ইসলাম দাসদাসীর প্রতি ভালো আচরণেরও জোড় তাগিদ দিয়েছে।

"তোমার উপর তাদের হক্ব রয়েছে যে, তুমি তাদের সাথে সমান ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করবে। যেমন অধিকার রয়েছে তাদের উপর তোমার। তারা সবাই তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করুক।" –(সুনানে আবু দাউদ)

আত্নীয়ের হকের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

فَاٰتِ ذَا الۡقُرۡبٰى حَقَّهٗ وَالۡمِسۡكِيۡنَ وَابۡنَ السَّبِيۡلِ‌ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ لِّلَّذِيۡنَ يُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ‌ۖ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

"সুতরাং আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।" –(সূরা রুম:৩৮)

যুবায়র ইবনু মুত'ইম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছেনঃ
"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। " –(সহিহ বুখারী: ৫৯৮৪)

প্রতিবেশীর হক নিয়ে বলা হয়েছে-

তাদেরকে কষ্ট না দিতে,কিছু রান্না করলে তাদেরকেও দিতে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে আল্লাহ্ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। –(সহিহ বুখারী: ৫১৮৫)

আবূ রাফি‘ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেনঃ প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে শুফ‘আর অধিক হকদার। –(সুনানে আবু দাউদ: ৩৫১৬)

আবূ যার্র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে ঝোল বেশী দিও এবং তোমার প্রতিবেশীদের পযর্ন্ত তা পৌঁছিও। –(সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৩৬২)

ইয়াতীমের ব্যাপারে বলা হয়েছে -

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰي ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

“এবং লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন যে, তাদের কল্যাণ কামনা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাকো, তবে (কোনও অসুবিধা

নেই। কেননা) তারা তো তোমাদের ভাই-ই বটে। আর আল্লাহ ভালো করে জানেন, কে অনর্থ সৃষ্টিকারী আর কে সমাধানকারী। আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে সংকটে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।" –(সূরা বাকারা:২২০)

তাদের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰي ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

"যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।" –(সূরা নিসা:১০)

এভাবে সবার সাথেই ইসলাম ইনসাফ করে।
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সমাজ এতো সুন্দর যেন দুনিয়ার বুকেই জান্নাত!
যেখানে কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।কারো স্বাধীনতায় কারো বাঁধা নেই।ধন-সম্পদ-মাল নিয়ে পেরেশানী নেই।ক্ষুধার্তের হাহাকার নেই।নেই কোনো বেহায়াপনা-অশালীনতা,নিরাপত্তাহীনতা।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থা:

উত্তরাধিকার বিষয়ে আল কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন -

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِىٓ اَوْلَادِكُمْ * لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ
وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ
اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

“আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। যদি (কেবল) দুই বা ততোধিক নারীই থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি যা-কিছু রেখে গেছে, তারা তার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি কেবল একজন নারী থাকে, তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার মধ্য হতে প্রত্যেকের প্রাপ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। আর যদি তার কোনো সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মায়ের প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ। অবশ্য তার যদি কয়েক ভাই থাকে, তবে তার মায়ের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, (আর এ বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা কার্যকর করার কিংবা (তার যদি কোনো) দেনা (থাকে, তা) পরিশোধ করার পর। তোমরা আসলে জানো না, তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে উপকার সাধনের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর।(এসব) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ।নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ,প্রজ্ঞাময়।” –(সূরা নিসা:১১)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ
اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ؕ

“তোমাদের স্ত্রীগণ যা-কিছু রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের যদি তাদের কোনও সন্তান (জীবিত) না থাকে। যদি তাদের কোনও সন্তান থাকে, তবে তারা (যে) ওসিয়ত (করে যায় তা) কার্যকর করার এবং যে দেনা রেখে যায় তা পরিশোধ করার পর, তোমরা তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা-কিছু ছেড়ে যাও, তার এক-চতুর্থাংশ তারা (স্ত্রীগণ) পাবে যদি তোমাদের (জীবিত) কোনো সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা কার্যকর করার এবং (তোমাদের) দেনা পরিশোধ করার পর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। যার মীরাছ বণ্টন করা হচ্ছে, সেই পুরুষ বা নারী যদি এমন হয় যে, না তার পিতা-মাতা জীবিত আছে, না সন্তান-সন্ততি আর তার এক ভাই বা এক বোন জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা যদি আরও বেশি সংখ্যক থাকে, তবে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে, (কিন্তু তা) যে ওসিয়ত করা হয়েছে তা কার্যকর করার বা দেনা পরিশোধ

করার পর যদি (ওসিয়ত বা দেনার স্বীকারোক্তি দ্বারা) সে কারও ক্ষতি না করে থাকে। (এসব) আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, সহনশীল।" –(সূরা নিসা:১২)

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যাতে আর্থিক দুরস্থায় না পরে তাৎক্ষণিকভাবে,সেজন্য ওসিয়ত করে যাবার আদেশ দেয়া হয়েছে-

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোনো উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতা সম্পন্ন।" –(সূরা বাকারা:২৪০)

বিচারব্যবস্থা:

ইসলামের রয়েছে স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা।

যেই অপরাধ যতো গুরুতর,তার শাস্তিও তত বেশি কঠোর, যাতে সমাজ থেকে অপরাধ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

যেমন, ব্যাভিচারের শাস্তি দোররা মারা এবং বিবাহিতদের ক্ষেত্রে রজম(পাথর মেরে হত্যা),চুরির শাস্তি ডান হাত কেটে ফেলা,ধর্ষকের শাস্তি
মৃত্যুদণ্ড,অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যার শাস্তি কিসাস ইত্যাদি।

ব্যাভিচার বিষয়ে কুরআনের আয়াত-

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىۡ فَاجۡلِدُوۡا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَةَ جَلۡدَةٍ ۖ وَّلَا تَاۡخُذۡكُمۡ بِهِمَا رَاۡفَةٌ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ‌ ۚ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখো, তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।” –(সূরা নুর:২)

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ইয়াহূদীরা তাদের এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোককে হাযির করলো, যারা ব্যভিচার করেছিল। তখন তিনি তাদের উভয়কে রজমের (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) নির্দেশ দেন। মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের নিকটে তাদের দু’জনকে রজম করা হলো।” –(সহিহ বুখারী: ১৩২৯)

কিসাস সম্পর্কে বলা হয়েছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (-এর বিধান) ফরয করা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী (-কেই হত্যা করা হবে)। অতঃপর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের অলি)-এর পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, তবে ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ) দাবী করার অধিকার (অলির) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) কর্তব্য। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক লঘুকরণ এবং একটি রহমত। এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত।” –(সূরা বাকারা:১৭৮)

চুরির শাস্তি -

উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

মক্কা বিজয়ের সময় এক মহিলা চুরি করলে তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির করা হল, অতঃপর তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলে তার হাত কাটা হল। 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর সে খাঁটি তাওবা করল এবং বিয়ে করল। অতঃপর সে আসলে আমি তার প্রয়োজন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে উপস্থাপন করতাম। -(সহিহ বুখারীঃ ২৬৪৮)

এমনিভাবে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তার মাত্রা অনুসারে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

তাছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থায় মানুষের আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় থাকে।ফলে সবাই অন্যায় করতে ভয় পায়।কারণ তারা জানে,কেউ না দেখলেও আল্লাহ তো দেখছেন।তাঁকে তো ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয় এবং একদিন অবশ্যই এর জবাব দিতে হবে।স্বয়ং নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সেদিন নিজের বিপক্ষে সাক্ষী দিবে।ফলে সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বত্র অন্যায়-অবিচার,দুর্নীতি-কদাচার সব হারিয়ে যায়। মানুষ দুনিয়াতেই অপার্থিব শান্তিতে বসবাস করে।
অন্যদিকে মানবসৃষ্ট কোনো সিস্টেমই এই অপরাধপ্রবণতা থামাতে ব্যর্থ।কারণ মানুষ সিস্টেমকে সহজেই ফাঁকি দিতে পারে বিভিন্ন অপকৌশলে।ফলে তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা:

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ শুধুমাত্র গুটিকয়েকজন মানুষের হাতে সীমাবদ্ধ থাকার অবকাশ নেই।তাদের সম্পদ থেকে গরীবদেরকে যাকাত দেয়া ফরজ করে দেয়া হয়েছে। এবং সম্পদ মানুষের জন্য বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইয়াতীম-মিসকিনদের সাহায্য দানে অনেক তাগিদ দেওয়া হয়েছে।
এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখার কারণে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করাকে ইসলাম কঠোরভাবে দমন করেছে।সুদকে স্বয়ং আল্লাহ ও রাসুলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলাম ব্যয় করার খাত সম্পর্কে বলেছে-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্নীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোনো সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালোভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।" –(সূরা বাকারা:২১৫)

যারা সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের অনেক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোনো আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।"
–(সূরা বাকারা:২৬২)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোনো আশংঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিত ও হবে না।" –(সূরা বাকারা:২৭৪)

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সে দান বহুগুণে বৃদ্ধি করে পুরস্কৃত করবেন।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।" –(সূরা বাকারা:২৬৫)

বিপরীতভাবে যারা অন্যের হক নষ্ট করে এবং সম্পদ নিজেদের কাছেই পুঞ্জীভূত করে রাখে,তাদেরকে শাস্তির ব্যাপারে কঠোরভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে।

الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্নসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।" –(সূরা বাকারা:১৮৮)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পন্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন

তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পড়ানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।"
–(সূরা আল ইমরান :১৮০)

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

" আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।" –(সূরা তাওবাহ:৩৪)

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

"সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।" –(সূরা তাওবাহ:৩৫)

হাদিসে এসেছে-
সাঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ যুলম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক জমিন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে। –(সহিহ বুখারী: ২৪৫২)

সুদের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।” –(সূরা নিসা:২৯)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মতো! অথচ আল্লা’হ তা’আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।” –(সূরা বাকারা:২৭৫)

সুদের বকেয়া পরিত্যাগ করতে না চাইলে স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।
অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।” –(সূরা বাকারা:২৭৮-২৭৯)

শিক্ষাব্যবস্থা:

কুরআন কারীমের সর্বপ্রথম আয়াত ই হলো "পড়ুন" শব্দ দিয়ে। এ থেকেই ইলম অর্জনের গুরুত্ব কত বেশি বোঝা যায়।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" –(সূরা আলাক:১)

ইলম ছাড়া মানুষ আল্লাহকেও ভালোভাবে জানতে পারে না।ফলে যথাযথ আল্লাহভীতিও অর্জন করতে পারে না।আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।" –(সূরা ফাতির:২৮)

অন্যত্র বলেন-

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ

"আর আমি ওই দৃষ্টান্তগুলো মানুষের উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশে বর্ণনা করে থাকি। বস্তুত ওইসব দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বোঝে।" –(সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৩)।

ইলম অন্বেষণকারীদের অনেক মর্যাদা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" –(সূরা মুজাদালাহ, আয়াত **১১**)।

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের (ইসলামের) সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন।" – (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-
"জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা (জ্ঞানহীন) ইবাদতকারীর ওপর এরূপ যেরূপ আমার মর্যাদা তোমাদের সবার ওপর। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা দিয়ে থাকে তার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানবাসী, জমিনবাসী, এমনকি গর্তের পিপীলিকা পর্যন্ত দোয়া করে। " –(তিরমিযী শরীফ)

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের উদ্দেশে কোনো পথ অবলম্বন করল আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা তার বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন।
যখনি কোনো একটি দল আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে (মসজিদ, মাদ্রাসায়) একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং তা পরস্পর আলোচনা করতে থাকে তখনই আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের ওপর স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হতে শুরু করে, আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে ফেলে এবং আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের কাছে এসব বান্দার আলোচনা (প্রশংসা) করেন। যার কর্ম তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।" –(মুসলিম)

এমনিভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত ইলম অর্জন করাও সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষের উপর আবশ্যক করা হয়েছে।

তেমনিভাবে মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ সুন্দর ব্যবস্থাপনা রয়েছে ইসলামে।

ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মই এভাবে মানবজীবনের সব দিক নিয়ে আলোচনা করে না।কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র-কাঠামো,সংবিধানও দিতে পারে না।

ইসলাম অবিকৃত

আল্লাহ তাআলার ঘোষণা,

الٓرٰ ۟ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۟

"আমি এ 'উপদেশ' অবতীর্ণ করেছি, আমিই তা রক্ষা করব।" –(সূরা হিজর:আয়াত ১)

দীর্ঘ ১৪ শত বছর ধরে যুগ,কাল,শতাব্দীর শত শত ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করেও ইসলাম অবিকল সেই আদি অবস্থার মতই অবিকৃত।সময়ের প্রতিকূলতার কালিমা এখানে ছোঁয়া লাগাতে পারে নি।

কত সহস্র ষড়যন্ত্রেও তা আদিরূপেই বর্তমান!

কারণ এর রক্ষক তো স্বয়ং রব।

এবং ইসলামের সমস্ত বিধিবিধান সব যুগেই সমান উপযোগী। এখানে কোনো বিধানকে তথাকথিত আধুনিকায়ন বা প্রগতিশীল নাম দিয়ে পরিবর্তন করার ধৃষ্টতা প্রযোজ্য নয়। ইসলামের বিধান সর্বদাই আধুনিক।

পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মেই তার অনুসারীরা নিজেরাই কিছুদিন-কাল পর এর বিধানকে অবৈজ্ঞানিক মনে করে পরিবর্তন করেছে, কখনো বা নিজেদের সুবিধার্থে পরিবর্তন করেছে।

যেমন,তাওরাত ও ইঞ্জীল যথাক্রমে মুসা ও ঈশা (আলাইহিমুস সালাম) এর উপর নাযিল করা করেছে।

কিন্তু পরবর্তীতে তাদের উম্মতেরা নিজেরাই নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থে তাতে অনেক বেশি পরিবর্তন করেছে,ফলে তা অনুসরণ যোগ্যতাই হারিয়েছে। এবং এখন সকলের জন্য ইসলামকে মানা অপরিহার্য করা হয়েছে।

অন্যান্য ধর্মের বিকৃত করার কথা কুরআনেই উল্লেখ করা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে গোপন করে এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।” –(সূরা বাকারা:১৭৪)

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَـٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

“কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোনো, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, রায়েনা’ (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলতো যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলতো,) শোনো এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখো, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।” –(সূরা নিসা:৪৬)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“হে রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়।যারা মুখে বলেঃ আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী,মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলেঃ যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।” –(সূরা মায়িদা :৪১)

হাদিসে এসেছে-

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তোমরা কিভাবে আহলে কিতাবদেরকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর উপর এখন অবতীর্ণ হয়েছে, তা তোমরা পড়ছো যা পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল। এ কিতাব তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা নিজ হাতে কিতাব লিখে তা আল্লাহর কিতাব বলে ঘোষণা দিয়েছে, যাতে এর দ্বারা সামান্য সুবিধা লাভ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে ইলম আছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করছে না? আল্লাহর কসম! আমরা তো তাদের কাউকে দেখিনি কখনো তোমাদের উপর নাযিল করা কিতাব সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে। –(সহিহ বুখারী: ৭৩৬৩)

খ্রিষ্টধর্মেরও অনেক বিধান পরিবর্তন করা হয়েছে।এমনকি তারা তো পরবর্তীতে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী বিধান পরিবর্তন করে নিজেদের প্রোটেস্টেন্ট নাম দিয়েছে! তেমনিভাবে সনাতন

ধর্মেও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।পরে তারা নিজেরাই এই বিধানকে অমানবিক মনে করে এবং পরিবর্তন করে দেয়!এভাবে অনেক কিছুই তারা নিজেদের খেয়াল-খুশি মোতাবেক পরিবর্তন করে।

অন্যান্য ধর্ম সৃষ্টি হলো কীভাবে?

আল্লাহ তাআলা বলেন-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"(শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন,(সত্যপন্থীদের জন্য) সুসংবাদদাতা ও (মিথ্যাশ্রয়ীদের জন্য) ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। আর তাদের সাথে সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করলেন, যাতে তা মানুষের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। আর (পরিতাপের বিষয় হলো) অন্য কেউ নয়, বরং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারাই তাদের কাছে সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আসার পরও কেবল পারস্পরিক রেষারেষির কারণে তাতেই (সেই কিতাবেই) মতভেদ সৃষ্টি করল। অতঃপর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথে পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে সরল-সঠিক পথে পৌঁছে দেন।" –(সূরা আল বাকারা:২১৩)

আল্লাহ তাআলা সকল নবী রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ইসলামকেই দ্বীন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ ভুলে যেতো,এরপর শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত মূর্তিপূজার দিতে ধাবিত করতো। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিপদগামী মানুষকে হেদায়েতের পথ দেখাতে আবারও নবী রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)প্রেরণ করতেন। কখনো আগের শরীয়তে,কখনো বা নতুন

শরিয়তে।নবী রাসূলগণ(আলাইহিমুস সালাম)নতুন শরীয়ত নিয়ে প্রেরিত হলে আগের শরীয়ত রহিত হয়ে যেতো এবং নতুন শরীয়ত মানা আবশ্যক হয়ে যেতো।

মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো চাইলে এক শরীয়তই রাখতে পারেন শুরু থেকে। কিন্তু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি পৃথক পৃথক শরীয়ত দিয়েছেন।

তিনি বলেন-

وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡہِ مِنَ الۡکِتٰبِ وَمُہَیۡمِنًا عَلَیۡہِ فَاحۡکُمۡ بَیۡنَہُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَہۡوَآءَہُمۡ عَمَّا جَآءَکَ مِنَ الۡحَقِّ ؕ لِکُلٍّ جَعَلۡنَا مِنۡکُمۡ شِرۡعَۃً وَّمِنۡہَاجًا ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰہُ لَجَعَلَکُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّلٰکِنۡ لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِیۡ مَاۤ اٰتٰىکُمۡ فَاسۡتَبِقُوا الۡخَیۡرٰتِ ؕ اِلَی اللّٰہِ مَرۡجِعُکُمۡ جَمِیۡعًا فَیُنَبِّئُکُمۡ بِمَا کُنۡتُمۡ فِیۡہِ تَخۡتَلِفُوۡنَ ۙ

“এবং (হে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি তোমার প্রতিও সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, তার পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং তাদের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক (উম্মত)-এর জন্য আমি এক (পৃথক) শরীয়ত ও পথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু (পৃথক শরীয়ত এজন্য দিয়েছেন) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমাদের সকলকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।” –(সূরা মায়িদাহ:৪৮)

ইহুদীরা মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় যখন তাদের কাছে ঈশা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করা হয়েছিল,তখন তারা বিদ্বেষবশত তাঁকে মানে নি এবং স্বতন্ত্র ধর্ম ইহুদীবাদ আবিষ্কার করে ফেলে।

তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে -

وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

“আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কেয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে দেবেন।” –(সূরা জাছিয়া:১৭)

খ্রিষ্টানরাও ঈশা আলাইহিস সালামের উম্মত ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মত অনেক বিধান পরিবর্তন করে ফেলে।ফলে যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির কাছে প্রেরণ করা হলো এবং ইসলামকে মানা সবার জন্য আবশ্যক করা হলো,তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং নিজেদের আলাদা ধর্মের অনুসারী দাবি করলো।

কিন্তু এখন শরীয়ত কেবলমাত্র ইসলাম। মুক্তি শুধু ইসলামেই সম্ভব।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে ইসলাম

ইসলাম ছাড়া বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি ধর্ম হলো হিন্দু ও খ্রিষ্টান। তাদের ধর্মগ্রন্থেও ইসলামের আলোচনা রয়েছে এবং তা তাদের মানতেও বলা হয়েছে।
ফলে তাদের ধর্মগ্রন্থ সঠিকভাবে অনুসরণ করলে তারাও আসলে ইসলাম মানতে বাধ্য।
আদতে ইসলামের মাঝেই সবার মুক্তি।

হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মে ইসলামের আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ইসলাম :

হিন্দুধর্মে ইসলাম নিয়ে আলোচনাকে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, সৃষ্টিকর্তা নিরাকার,মূর্তিপূজা যেভাবে শুরু হয়,আল্লাহর কোনো শরীক নেই,মূর্তিপূজাকারীর শাস্তি এবং হিন্দু ধর্মে রিসালাত-শিরোনামে আলোচনা করা হলো।

১. আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ:

হিন্দুধর্মাবলম্বীরা অনেক ইলাহ দাবি করে।অথচ স্বয়ং তাদের ধর্মই একত্ববাদের কথা বলে।

একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ না নাস্তি কিঞ্চন।

অর্থ-"পরমেশ্বর এক, তিনি ব্যতীত কেহ নেই।" –ঋগ্বেদ(কঠোপনিষদ ২:১:১১):

তুমগ্রে দ্রবিণোদা অরংকৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি।
ত্বং ভগো নৃপতে বন্ধ ইশিষে ত্বং পা যুদমে যন্তেহ বিধৎ।

অর্থ -"পরমেশ্বর স্তবকারীকে ধনদানকারী এবং রত্ন ধারণকারী সবিতা (প্রেরণকারী) দেব। তিনি মানুষের প্রতিপালনকারী, ভজনীয়, ধনের মালিক এবং গৃহে উপাসনাকারীকে রক্ষাকর্তা।" –(ঋগ্বেদ ২, মণ্ডল, ১ শ্লোক, ৭ নং মন্ত্র)

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ব ভূতাধিবানশ, সাক্ষী চেতাকেবলো নির্গুনশ্চ।।

অর্থ-"তিনি এক, সকল প্রাণীর অন্তর্যামী পরমাত্মা, সকল প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত, সর্বব্যাপক, কর্মে অধিষ্ঠাতা, সর্ব আশ্রয়স্থল,সর্বদর্শী চেতনা এবং গণনাতীত।"

–(শ্বেতা, উপনিষদ অধ্যায় ৬, মন্ত্র১১)

ব্রহ্মা আছেন বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে, আবার কেহ তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তিনি তাঁহার শত্রুর সম্পদসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্বীকার করে না, সেই তাঁহার শত্রু।

তুমাদিদেবঃপুরুষঃপুরাণ
ভূমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
তুয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

অর্থ-"তুমি অনাদিদেব,তুমি পুরুষ পুরাণ, তুমিই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র প্রভু। তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং জেতা। তুমিই একমাত্র পরমস্থান। হে অনন্তরূপ, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত।"
–(শ্রীমদ্ভগবতগীতা-১১/৩, হিন্দু ধর্ম মূল্যবোধ-২)

য এক ইত্তমুষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্যানিঃ।

অর্থ-"যিনি সবদর্শী ও বর্ষণশীল, তিনি এক।"

–(ঋগ্বেদ-৬ মণ্ডল ৪৫ সুক্ত ১৬ মন্ত্র)

২.সৃষ্টিকর্তা নিরাকার:

তারা তাদের কল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্রষ্টার মূর্তি তৈরি করে এবং উপাসনা করে। অথচ তাদের ধর্মেও আছে সৃষ্টিকর্তার কোনো আকারই নেই।

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন

তৎসমশ্চাভ্য ধিকশ্চ দৃশ্যতে।

অর্থ - "ঈশ্বরের শরির নেই। তাঁহার ইন্দ্রীয়ও নেই। তাঁহার সমান বা তা হইতে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।" –(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬/৮)

"ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম স কারনং করানাধি পাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপ।"

অর্থ: এই জগতে তাহার প্রভু কেউ নেই, নিয়ন্তা ও কেহ নেই। এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি তাঁহার কোনো জনক বা অধ্যক্ষ নেই।
–(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬/৯)

৩.মূর্তি পূজা যেভাবে শুরু হয়:

মা দূর্গার কাঠামো -বইতে এভাবে আছে যে, বেদের দেবতাদের চেহারা ছিল না। ঋষিরা যজ্ঞ করতেন এবং স্তব- স্তুতি করে সেই যজ্ঞে (মুরাকাবা) দেবতাদের আহ্বান করতেন। দেবতারা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু এক ঈশ্বরের বহু প্রকাশ। অনেক দিন পরে ঋষিদের কাছে তা আবার প্রতিভাত হইল।

সত্যং শিবং সুন্দরম।বিজ্ঞানমানন্দং বম্মনং।

"ঈশ্বর ব্রহ্ম, তিনি সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময় ও সকল সৌন্দর্যের আধার। তিনি জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ।"

মূলকথা সনাতন ধর্মের শুরুর দিকে মূর্তিপূজার প্রথা ছিলো না তারা শুধু ধ্যান তথা মুরাকাবা করতো। তাদের ধর্মের ঋষিরা মুরাকাবা করে একটি রূপ দিয়েছে এবং তাকে উছিলা করে মূল ঈশ্বরের পূজা করে।

৪.আল্লাহর কোন শরিক নেই:

আল্লাহর কোনো শরিক নেই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। এ কথাটি সকল ধর্মে স্বীকৃত। হিন্দু ধর্মগ্রন্থও এ কথা বলে-

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিজ্ঞাম।
স কারনং করনাধি পাধিপে ন চাস্যকচিৎ জনিতা ন চাধিপ।

অর্থ:" এই জগতে তাহার প্রভু কেহ নেই, নিয়ন্তাও কেহ নেই। এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি; তাঁহার কোনো জনক বা অধ্যক্ষ নাই।"
–(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬/৯)

৫.মূর্তিপূজাকারীর শাস্তি:

যজুর্বেদে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে এবং মূর্তিপূজারীর শাস্তি সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে-
অন্ধকারে (নরকে) প্রবেশ করবে তারা, যারা প্রকৃতির পূজা করে (যেমন আগুন, পানি, বাতাস)। আর যারা মূর্তিপূজা করে, তারা আরো বেশি অন্ধকারে প্রবেশ করবে (শম্ভুতি- যেমন: চেয়ার, টেবিল, অর্থাৎ মানুষের বানানো বস্তু)।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসংভূতিমুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঃরতাঃ।।

অর্থ:যারা অবিদ্যা কাম্য কর্মের বীজ স্বরূপ প্রকৃতির উপাসনা করে, তারা অন্ধকার সংসারে প্রবেশ করে। আর যারা কার্যব্রক্ষে আসক্ত হয় তারা তাহা থেকে অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে। –(যজুর্বেদ ৪০/৯, পৃ২০৫)

৬.হিন্দুধর্মে রিসালাত:

রিসালাতের দায়িত্ব যাঁর উপর অর্পিত হয়,তাঁকে রাসূল বলা হয়।
আর হিন্দুধর্মের পরিভাষায় রাসূলকে অবতার বলা হয়। সে হিসেবে যিনি সর্বশেষে আসবেন তাকেই অন্তিম অবতার বলা হয়। অন্তিম অর্থ শেষ এবং অবতার অর্থ রাসূল অর্থাৎ শেষ রাসূল।

হিন্দুধর্মে যুগ চারটি:

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।

চার যুগের সময় কাল:-

১. সত্য: ১৭২৮০০০ বছর।

২. ত্রেতা: ১২৯৬০০০ বছর।

৩. দ্বাপর: ৮৬৪০০০ বছর।

৪. কলি: ৪৩২০০০ বছর

–(সিন্ধু থেকে হিন্দু-১৩৪)

কলিযুগের শেষ অবতার, যাকে আমাদের পরিভাষায় শেষনবী বলি। সেই কল্কি অবতারের নাম, পিতার নাম, জন্মস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায় ।
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সকল মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণিত হয়। নিম্নে তার বর্ণনা দেয়া হলো-

অন্তিম অবতারের নাম:

অন্তিম অবতার বা শেষ রাসূলের নাম হবে 'নরাশংস'।

"নরাশংসং সৃধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং দিবো ন সদ্মমখসম" –(ঋগ্বেদ ১/১৮/৯)

আমরা একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 'নরাশংস' সংস্কৃত ভাষা। যার বাংলা অর্থ হয় 'মানব প্রশংসিত। যার আরবী অর্থ হয় 'মুহাম্মদ'। আর সকল মানুষের সর্বশেষ নবীর নাম হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

অন্তিম অবতারের পিতার নাম:

অন্তিম অবতারের পিতার নাম হবে 'বিষ্ণু যশা'।

"সুমত্যাং বিষ্ণুযশসা গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম।" –(কল্কিপুরাণ ১/২/১১)

এর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 'বিষ্ণুযশা' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা। যার বাংলা অর্থ হয়, 'মালিকের দাস'। যার আরবী অনুবাদ হয় 'আব্দুল্লাহ'।

আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ।

অন্তিম অবতারের মাতার নাম:

অন্তিম অবতারের মাতার নাম সম্পর্কে কল্কি পুরাণে লেখা আছে, তার নাম হবে 'সুমতি'।
"সুমত্যাং মাতরি বিভো। কণ্যায়াংত্বন্নিদেশত" –(কল্কিপুরাণ-১/২/৪)

এর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 'সুমতি' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা।

যার বাংলা অর্থ হয় 'নিরাপদ-শান্তি'। যার আরবী অনুবাদ হয় 'আমেনা'। আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতার নাম ছিল আমেনা।

অন্তিম অবতারের জন্মস্থান:

অন্তিম অবতারের জন্মস্থান সম্পর্কে কল্কি পুরানে লেখা আছে, তিনি জন্ম গ্রহণ করবেন, 'শম্ভল' নামক স্থানে।

"শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রদুর্ভবাম্যহম।"
–(কল্কিপুরাণ-১/২/৪)

'শম্ভল' শব্দটি সংস্কৃত। বাংলা অর্থ হয়, 'শান্তির স্থান'। যার আরবী অনুবাদ হয় 'বালাদুল আমিন'। আর মক্কা মুকাররমার নাম হলো, বালাদুল আমিন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

অন্তিম অবতারের জন্ম তারিখ:

পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন।

অন্তিম অবতার মাধব মাসের শুরু

দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ

মাধৰ অর্থ বৈশাখ মাস, বিক্রমী ক্যালেন্ডার মতে বৈশাখকে বসন্তের মাস বলা হয়, যার আরবী অর্থ হয় 'রবি'।

শুরু পক্ষ, অর্থাৎ 'প্রথম অংশ' আরবীতে প্রথমকে বলা হয়, 'আউয়াল'। একত্রে হয় 'রবিউল আউয়াল' দ্বাদশ তারিখ অর্থাৎ ১২ তারিখ। সকল মানুষের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থে।

সুতরাং সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যদি তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসরণের দাবী করে,তবে তাদেরকেও ইসলাম ধর্মেই ফিরতে হবে।

খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থে ইসলাম:

খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থ তথা বাইবেলে ইসলাম ধর্মের আলোচনাকে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, শিরকের নিষেধাজ্ঞা এবং রিসালাত- শিরোনামে আলোচনা করা হলো।

১.আল্লাহর একত্ববাদ:

খ্রিষ্টানরা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এক ইলাহের পরিবর্তে তিন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।অথচ স্পষ্টতই বাইবেল তা অস্বীকার করছে।

জবাবে যীশু বলেন- হে ইসরাইল সন্তানেরা শোন, সবচেয়ে দরকারী হুকুম হলো আমাদের ঈশ্বর এক। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের ঈশ্বরকে মহব্বত করবে। –(মার্কের ১২ অধ্যায় ২৯ অনুচ্ছেদ)

যীশু শয়তানকে বললেন, দূর হও শয়তান। কেননা কিতাবে লেখা আছে, তুমি তোমার একমাত্র ঈশ্বরকেই ভয় করবে এবং কেবল তাঁরই এবাদত করবে।
–(মথি ৪ অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ)

সদাপ্রভূ যিনি ইসরাইলের বাদশাহ ও মুক্তিদাতা, বাহিনীগনের সদাপ্রভূ এই কথা কহেন, আমিই প্রথম, আমিই শেষ, আমি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই। তাহলে আমার মত আর কে আছে? –(যিশাইয়া ৪৪ অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ)

একমাত্র ঈশ্বর মৃত্যুর অধীন নন, তিনি এমন নূরে বসবাস করেন যেখানে কোনো মানুষ যেতে পারে না। মানুষদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না।
–(১ম তিমথীয় ৬ অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ)

সন্তানের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদন্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্তই প্রাণদন্ড ভোগ করিবে।
–(দ্বিতীয় বিবরন ২৪ অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ)

২.শিরকের নিষেধাজ্ঞা:

তাঁরা পথভ্রষ্ট হয়ে শিরকেও লিপ্ত হয়েছে।অথচ কত কঠোরভাবেই না তা সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে।

বাইবেলে মূর্তির আলোচনা:

ক.মূর্তি বানানোই নিষেধ
খ. মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং
গ.মূর্তি পূজা করা নিষেধ

ক.মূর্তি পূজা দূরের কথা মূর্তি বানানোই নিষেধ:

"You shall have no other gods before Me.You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them; for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate Me.

“আমার সামনে তুমি অন্য কোনও দেবতা রাখবে না।

নিজের জন্য তুমি ঊর্ধ্বস্থ স্বর্গের বা অধঃস্থ পৃথিবীর বা জলরাশির তলার কোনো কিছুর আকৃতিবিশিষ্ট কোনও প্রতিমা তৈরি করবে না।
তুমি তাদের কাছে মাথা নত করবে না বা তাদের আরাধনা করবে না; কারণ আমি, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু।" –(Exodus 20:3-5)

You shall not make other gods besides Me; gods of silver or gods of gold, you shall not make for yourselves.

"আমার পাশাপাশি রাখার জন্য অন্য কোনও দেবতা তৈরি করো না; নিজেদের জন্য রুপোর দেবতা বা সোনার দেবতা তৈরি করো না।" –(Exodus 20:23)

You shall have no other gods before Me. You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them

"আমার সামনে তোমার অন্য দেবতা থাকবে না।
তুমি নিজের জন্য কোনও প্রতিমা তৈরি করবে না, তা আকাশের কোনও কিছুর মতো হোক বা মাটির উপরকার কোনও কিছুর মতো হোক কিংবা জলের মধ্যকার কোনও কিছুর মতো হোক।
তুমি তাদের কাছে নত হবে না বা আরাধনা করবে না; কেননা আমি, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু।" –(Deuteronomy 5:7-9)

And do not go after other gods to serve them and to worship them, and do not provoke Me to anger with the work of your hands, and I will do you no harm.

“অন্য দেবদেবীর অনুসারী হয়ে তোমরা তাদের সেবা ও উপাসনা করবে না। তোমাদের হাতের তৈরি সব দেবমূর্তি দিয়ে আমার ক্রোধ উত্তেজিত করো না। তাহলে আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না।” –(Jeremiah 25:6)

You shall not follow other gods, any of the gods of the peoples who surround you.

“অন্য কোনো দেবতাদের অনুসরণ করবে না, যারা তোমাদের চারিদিকের জাতিদের দেবতা।”–(Deuteronomy 6:14)

খ.মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে হবে:

You shall not bow down to their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces.

"তাদের দেবতাদের তোমরা পূজা করবে না। তোমরা সেইসব দেবতাদের কাছে নতজানু হবে না। তাদের জীবনযাপনের সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়াবে না। তোমরা তাদের মূর্তিদের ধ্বংস করবে এবং তোমরা তাদের দেবতাকে মনে রাখার সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলবে।”
–[Exodus (যাত্রাপুস্তক) - 23:24]

You shall tear dawn their alters, break their pillars, and cut dawn their sacred poles.

“তোমরা তাদের বেদি (মূর্তি রাখার স্থান) সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে; তাদের স্তম্ব সকল খন্ড খন্ড করিবে, ও তথাকার সকল খুটি কাটিয়া ফেলিবে।”
–[Exodus (যাত্রাপুস্তক) - 34: 13-14]

"If your brother, your mother's son, or your son or daughter, or the wife you cherish, or your friend who is as your own soul, entice you secretly,

saying, 'Let us go and serve other gods' (whom neither you nor your fathers have known, of the gods of the peoples who are around you, near you or far from you, from one end of the earth to the other end), you shall not yield to him or listen to him; and your eye shall not pity him, nor shall you spare or conceal him.

“যদি তোমার নিজের ভাই, অথবা তোমার ছেলে বা মেয়ে, অথবা যে স্ত্রীকে তুমি ভালোবাসো, অথবা তোমার খুব কাছের বন্ধু গোপনে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য বলে, "চলো আমরা অন্য দেবতার আরাধনা করি" (যে দেবতাদের তোমরা বা তোমাদের পূর্বপুরুষেরা জাননি। তোমাদের চারিদিকে, দূরে বা কাছে, দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে কোনও দেবতা হোক)।তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না বা তাদের কথা শুনবে না। তাদের প্রতি কোনও করুণা করবে না। তাদের নিষ্কৃতি দেবে না কিংবা রক্ষা করবে না। তাদের অবশ্যই মেরে ফেলবে। তাদের মেরে ফেলার কাজটি তুমি নিজের হাতেই আরম্ভ করবে, তারপর অন্য সবাই মেরে ফেলবে।” –(Deuteronomy 13:6-8)

গ.মূর্তি পূজা করার নিষেধাজ্ঞা

The covenant that I have made with you, you shall not forget, nor shall you fear other gods. But the Lord your God you shall fear; and He will deliver you from the hand of all your enemies.

“তিনি তোমাদের জন্য যেসব বিধি ও নিয়ম, তথা বিধান ও আদেশ লিখে রেখে গিয়েছেন, সেগুলি পালন করার জন্য তোমাদের সবসময় সতর্ক হয়ে থাকতেই হবে। অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনা করো না। আমি তোমাদের সাথে যে পবিত্র নিয়ম স্থাপন করেছি, তা তোমরা ভুলো না, এবং অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনা করো না। বরং, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা করো; তিনিই তোমাদের সব শত্রুর হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করবেন।”
–(2 Kings 17:37-39)

Let there be no strange god among you; Nor shall you worship any foreign god.

“তোমার মধ্যে আর কোনো অন্য দেবতা রইবে না।আমি ছাড়া আর কোনো দেবতার তুমি আরাধনা করবে না।” –(Psalm 81:9)

And have cast their gods into the fire, for they were not gods but the work of men's hands, wood and stone. So they have destroyed them.

“তারা তাদের দেবতাদের আগুনে নিক্ষেপ করে তাদের ধ্বংস করেছে, কারণ তারা দেবতা নয়, কিন্তু ছিল কেবলমাত্র কাঠ ও পাথরের তৈরি, মানুষের হাতে তৈরি শিল্প।”
–(Isaiah 37:19)

Those who fashion a graven image are all of them futile, and their precious things are of no profit; even their own witnesses fail to see or know, so that they will be put to shame. Who has fashioned a god or cast an idol to no profit? Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men. Let them all assemble themselves, let them stand up, let them tremble, let them together be put to shame.

“যারা প্রতিমা নির্মাণ করে, তারা কিছুই নয়, তাদের নির্মিত মনোহর বস্তুগুলি কোনো উপকারে আসে না। যারা তাদের হয়ে কথা বলে, তারা অন্ধ; নিজেদেরই লজ্জা উদ্রেকের জন্য তারা অজ্ঞ প্রতিপন্ন হয়।কে কোনো প্রতিমার আকার দেয় ও কোনো মূর্তি ছাঁচে ঢালে, যা তার কোনো উপকারে আসে না? সে ও তার অনুগামী সকলে লজ্জিত হবে; দেখ, তার সমস্ত সহায় লজ্জিত হবে; সেই শিল্পকরেরা মানুষ মাত্র, তারা সকলে একত্র হোক, উঠে দাঁড়াক; তারা একেবারে কম্পান্বিত ও লজ্জিত হবে।” –(Isaiah 44:9-11)

I will pronounce My judgments on them concerning all their wickedness, whereby they have forsaken Me and have offered sacrifices to other gods, and worshiped the works of their own hands.

“আমি আমার প্রজাদের উপরে দণ্ডাদেশ ঘোষণা করব কেননা তারা আমাকে পরিত্যাগ করার মতো মন্দ কাজ করেছে, তারা অন্য সব দেবদেবীর উদ্দেশে ধূপদাহ করেছে এবং নিজেদেরই হাতে তৈরি প্রতিমাদের আরাধনা করেছে!” –(Jeremiah 1:16)

Because they have forsaken Me and have made this an alien place and have burned sacrifices in it to other gods, that neither they nor their forefathers nor the kings of Judah had ever known, and because they have filled this place with the blood of the innocent.

“তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে এবং এই স্থানকে বিজাতীয় দেবদেবীর আবাসে পরিণত করেছে। তারা এমন সব দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপদাহ করেছে, যার কথা তারা নিজেরা, তাদের পিতৃপুরুষেরা, না তো যিহূদার রাজারা কখনও জানত। আবার তারা এই স্থানকে নির্দোষের রক্তে পরিপূর্ণ করেছে।” –(Jeremiah 19:4)

Also I have sent to you all My servants the prophets, sending them again and again, saying: 'Turn now every man from his evil way and amend your deeds, and do not go after other gods to worship them. Then you will dwell in the land which I have given to you and to your forefathers; but you have not inclined your ear or listened to me.

“বারবার আমি আমার দাস নবীদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি। তারা বলেছে, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে, তোমাদের দুষ্টতার পথ থেকে ফিরে আসবে এবং তোমাদের কার্যকলাপের সংশোধন করবে। অন্যান্য দেবদেবীর অনুসারী হয়ে তাদের সেবা করবে না। তাহলে এই যে দেশ আমি তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি, সেখানে তোমরা বসবাস করতে পারবে।” কিন্তু তোমরা আমার কথা শোনো নি বা তাতে মনোযোগও দাও নি।” –(Jeremiah 35:15)

In New Testament-

Therefore concerning the eating of things sacrificed to idols, we know that there is no such thing as an idol in the world, and that there is no God but one.

“প্রতিমাদের কাছে উৎসর্গীকৃত খাদ্যবস্তু ভোজন সম্পর্কে বলতে হয়: আমরা জানি যে, কোনো প্রতিমা জগতে কিছুই নয় এবং আর কোনো ঈশ্বর নেই, কেবলমাত্র একজন আছেন।”–(Corinthians 8:4)

What do I mean then? That a thing sacrificed to idols is anything, or that an idol is anything? No, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God; and I do not want you to become sharers in demons.

“তাহলে আমি একথাই বোঝাতে চাইছি যে, প্রতিমার কাছে উৎসর্গীকৃত বলির কী-মূল্য? বা কোনও প্রতিমারই বা কী- মূল্য? কিছু নয়, কিন্তু পৌত্তলিকদের নিবেদিত সব বলিদান ভূতদের উদ্দেশে নিবেদিত হয়, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়। আর আমি চাই না, তোমরা ভূতদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী হও।” –(Corinthians 10:19-20)

Dear children, keep yourselves from idols.

“স্নেহের সন্তানরা, তোমরা দেবদেবীর কাছ থেকে দূরে থেকো।”
–(1 john 5/21)

৩.বাইবেলে রিসালাত:

রিসালাত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলগণের উপর দায়িত্ব। সর্বশেষ দ্বীন ইসলামে রিসালাতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

বাইবেল আলোকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার অনন্য প্রমাণ :

(বাইবেল অনুযায়ী) সত্য নবী অবশ্যই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম- এর বংশধর থেকে হতে হবে কারণ,

ক. ঈশ্বর তার সাথে চিরকালের জন্য একটি চুক্তি করেছেন।
খ. ঈশ্বর ওয়াদা করেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর উত্তরপূরুষ এর মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি আশির্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you.

"তোমার ও আমার মধ্যে এক চুক্তি সম্পন্ন হবে. তোমার সমস্ত উত্তরপুরুষগণের জন্যও এই একই চুক্তি প্রযোজ্য হবে। এই চুক্তি চিরকাল বহাল থাকবে আমি তোমার ও তোমার উত্তর পুরুষগণের জন্য ঈশ্বর থাকব।" –{Genesis (আদিপুস্তক) 17/7}

And through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me.

“পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি তোমার উত্তরপুরুষদের মাধ্যমে আশীর্বাদ পাবে, তুমি আমার আজ্ঞা পালন করেছ বলে তোমার উত্তরপুরুষদের জন্যে আমি এ কাজ করব।"
–{Genesis (আদিপুস্তক) 22/18}

I will bless those who bless you,
and whoever curses you I will curse;
and all peoples (families. kjv) on earth
will be blessed through you.

“যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, সেই লোকদের আমি আশীর্বাদ করব এবং যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে, সেই লোকদের আমি অভিশাপ দেব। তোমার মাধ্যমে আমি পৃথিবীর সব লোকদের আশীর্বাদ করব।" –{Genesis (আদিপুস্তক) 12/3}

The manifestation OF BLESSING IN Abraham's descendant:

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর বংশধরদের মধ্যে আশীর্বাদ প্রকাশ:

-Prophet Hood (নবুয়াত)
-Inheriting the holy land (পবিত্র ভূমির অধিকারত্ব)
-A great nation (পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী)
-Scripture (আসমানী গ্রন্থের ধারক)

ইশ্বরের এই আশির্বাদের ওয়াদা কি শুধু তার ২য় পুত্র ইসহাক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ? অসীম এই 'আশীর্বাদ' কি তার প্রথম পুত্র ইশমাইল কেও দেয়া হবে?

বাইবেল কী বলে?

Abraham fell facedown.....Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing!" (NIV)
–(Genesis 17/17-18)

ঈশ্বর অবরাহামকে ইসমায়েলের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন:

And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.

“আর ইসমায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম।দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।”
–(আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায় ২০)

আমি তাঁহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব (multiply him exceedingly) কথাটি কোনো কোনো প্রাচীন আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ:
"আমরা তাহাকে বৃদ্ধি করিব মাদমাদ দ্বারা।"

৫ম হিজরী শতকের (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের) প্রসিদ্ধ আলিম কাযী ইয়ায (৫৪৪ হি/১১৪৯খ্রি.) তার 'আশ-শিফা' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে 'মাদমাদ' মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর একটি নাম। এখানে "আমি তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব" এবং "আমি তাহাকে বড় জাতি করিব" বাক্যদ্বয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী। কারণ ইসমায়েলের বংশে তিনি ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি এ জাতিকে বড় জাতি (great nation) করেছেন। ইসমায়েল বংশে তিনিই একমাত্র নবী যাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই ইসমায়েল বংশ বড় জাতিতে পরিণত হয়। আক্ষরিকভাবেই বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সুসংবাদ। কারণ এখানে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের প্রশংসা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে অতিশয় বৃদ্ধি করবেন এবং বড় জাতি করবেন। এ দ্বারা কখনোই স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বুঝানো হয় নি। কারণ স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধিতে কোনো মর্যাদা নেই। কারণ সকল মানুষেরই বংশবৃদ্ধি হয়। নিঃসন্দেহে এখানে বিশেষ মর্যাদাময় বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর উত্তরপুরুষ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগে ইসমাঈলের বংশধর ইতিহাসে বা মানব সভ্যতায় কোনো বিশেষ বৃদ্ধি বা "বড় জাতি" হিসেবে প্রকাশ লাভ করেন নি। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমেই এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর মাধ্যমেই ইসমাঈলের আলাইহিস সালাম বংশ ও বংশের অনুসারী "অতিশয় বৃদ্ধি" পেয়েছে এবং বিশ্ব সভ্যতায় "বড় জাতি" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদি কেউ তা অস্বীকার করেন তাহলে তাকে বলতে হবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া কখন ও কিভাবে ইসমাঈলকে আলাইহিস সালাম বড় জাতিতে পরিণত করার এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পূরণ করেছেন?

যে স্থান থেকে তিনি উদয় হবেন-

“আকাশমন্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ বলা হয়েছে।

God came from Temhe Holy One from mount Paran. [Selah]. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)

“ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন।”
–(সেলা)

আমরা দেখেছি যে, পারণ পর্বত ও পারণ প্রান্তর মক্কার প্রান্তর, যেখানে ইসমাঈল (আ) ও তাঁর বংশধর বসতি করেন। এখানে পারণের পবিত্রতম বলতে স্পষ্টতই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত পরের বাক্যে 'পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ' বলে স্পষ্টতই তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ' বা প্রশংসিত তা বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ অর্থই প্রশংসিত: praised

পারণ কোথায়?

ইসমায়েলের বর্ণনায় বলা হয়েছে: পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্ধর হইল।

he dwelt in the wilderness of Paran

সে পারণ প্রান্তরে বসতি করিল। –(আদিপুস্তক ২১/২০-২১ শ্লোক)

নিঃসন্দেহে ইসমায়েলের(আলাইহিস সালাম) অবস্থান মক্কায় ছিল। যা দ্বারা জানা যায় যে, পারণ প্রান্তর বলতে মক্কাকেই বুঝানো হয়েছে এবং পারণ মক্কার একটি পর্বতের নাম। উপরন্ত শমরীয় তাওরাতে সুস্পষ্টত পারণকে হিজাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৫১ সালে মুদ্রিত শমরীয় তাওরাতে ইসমায়েলের বর্ণনায় আদিপুস্তকের ২১/২১ শ্লোকটি নিম্নরূপ:

"সে হিজাজে অবস্থিত পারণ প্রান্তরে বসতি করিল।"

আর ঈশ্বরের লোক মোশি মৃত্যুর পূর্বে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে আশীর্বাদে আশীর্বাদ করিলেন তাহা এই:

তিনি কহিলেন:

The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them.

"সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, দশ সহস্র (অযুত অযুত) (বাংলা বাইবেলে "অযুত অযুত", ইংরেজিতে (ten thousands) পবিত্রের সহিত (নিকট হইতে) (বাংলা বাইবেলে 'নিকট হইতে' লেখা হয়েছে। তবে ইংরেজি (with) এর অনুবাদ 'সহিত' হওয়া বাঞ্ছনীয়।) আসিলেন; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।"
–(দ্বিতীয় বিবরণের ৩৩/১-২)

এখানে 'সীনয় হইতে সদাপ্রভুর আগমনের' অর্থ মোশিকে তোরাহ প্রদান করা এবং 'সেয়ীর হইতে উদিত হওয়ার' অর্থ যীশুকে ইনজীল প্রদান করা। আর পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করার অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ 'পারণ পর্বত' মক্কার একটি পর্বত।

এ পারণ প্রান্তরে বা হিজাজে ও মক্কায় ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কোনো নবী-ভাববাদীর আবির্ভাব ঘটে নি। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, 'পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করার' অর্থ মক্কায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ কোনো স্থানে আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলে বা 'ঐশ্বরিক প্রতাপ' প্রকাশ পেলেই বলা চলে যে,

আল্লাহ অমুক স্থান থেকে আগমন করলেন, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশনা বা বিধান সেখান থেকে আগমন করল। ইয়াহূদী-খ্রিস্টানগণ স্বীকার করেন যে, সিনাই-এ তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে সেয়ীর বা ফিলিস্তিনে ইঞ্জিল বা সুসমাচারের আগমন ঘটেছিল। কাজেই পারণ থেকে তেজ প্রকাশের অর্থ মক্কায় কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়া। আর কুরআনের প্রথম অবতরণ শুরু হয়েছিল পারণ পর্বতের সর্বোচ্চ অংশে, হেরা পাহাড়ের গুহায়।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তিসহ (with ten thousands of saints) আগমন যা কেবল শেষনবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে মানায় কেননা মক্কা বিজয়ের সময় তিনি দশ সহস্র সাথী সহ মক্কায় আগমন করেন।

দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা (from his right hand went a fiery law for them) মোশি বা যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অযুত অযুত বা দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তি বলতে সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে যারা তাঁর সহযোগিতায় রত ছিলেন, তাঁর অনুসরণ করে ও তাঁর সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করে দ্বীনকে বিজয়ী করেন।

বস্তুত যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি সাধ্যমত নিরপেক্ষতার সাথে যদি যাচাই করেন যে পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশকারী, অযুত অযুত পবিত্রের সাথে আগমন কারী, দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় বিধান-সহ আগমনকারী নবী কে? তাহলে তিনি সুনিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে, তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া কেউ নন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মাণ হয় যে,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী,সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং ইসলামই মুক্তির একমাত্র শরীয়ত।
সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পাথেয় নেই।

ইসলাম ছাড়া অন্য জীবনব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়

কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" –(সূরা আল ইমরান :৮৫)

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চল না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।" –(সূরা আনআম:১৫৩)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ রাসূল এবং তাঁর আনীত শরীয়ত- সর্বশেষ শরীয়ত ইসলাম। তিনি স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমস্ত মানবজাতির প্রতি প্রেরিত।এই ইসলাম আগের শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে এবং মুক্তির পথ হবে হিসেবে ইসলামকে নির্ধারিত করেছে।সুতরাং এখন কেউ আগের শরীয়ত অনুসরণ করলে আখিরাতে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।” –(সূরা আরাফ:১৫৮)

আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা যদি তাদের ধর্ম সঠিকভাবে মানে,তবে তারাও ইসলামেরই অনুসারী হতে বাধ্য।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“বলে দিনঃ হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কোনো পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।” –(সূরা মায়িদা:৬৮)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون

“নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।” –(সূরা মায়িদাহ:৬৯)

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

"যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, "আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্নসমর্পণ করেছি।" আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্নসমর্পণ করেছো? তখন যদি তারা আত্নসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।" –(সূরা আল ইমরান :২০)

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও তাওহীদ থেকেই বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে।তাদের নিজেদের পরিবর্তিত এই শিরক ও কুফর মিশ্রিত ধর্ম তো কিছুতেই আখিরাতে মুক্তি দিতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করে বলেন-

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

"(ইয়াহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম। (আর তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে 'রব্ব' বানাব না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।" –(সূরা আল ইমরান :৬৪)

ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ

মহান আল্লাহর নির্দেশ:

ٌيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين

“হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইসলামে দাখিল হও পূর্ণাঙ্গভাবে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে (শয়তান) তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।”
–(সূরা বাকারা:২০৮)

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ। জীবনকে সাজানো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আদর্শে।

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

“তবে বলে দাও, আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্নসমর্পণ করেছি।"
–(সূরা আল ইমরান :২০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে নিজেদের জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।” –(সূরা আল ইমরান :৩১)

মুমিনদের বিষয়ে বলা হয়েছে -

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছো।আমরা রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করো।” –(সূরা আল ইমরান :৫৩)

জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ আবশ্যক। তিনি যে আমল,যে কাজ যেভাবে করেছেন,ঠিক সেভাবে করা।অন্যথায় তা বিদআত হয়ে যাবে এবং বিদআত বর্জনীয়।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।”
–(সূরা বাকারা:১৪৩)

যারা ইসলামের কিছু গ্রহণ আর কিছু বর্জন করে, তাদের পরিণতি ভয়াবহ। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“তাহলে কি তোমরা আল্লাহ্ কিতাবের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ অমান্য কর?তোমাদের মধ্যে যারাই এমনটি করে তাদের একমাত্র পরিণাম হলো,তাদের দুনিয়ার জীবন হবে অপমান ও লাঞ্ছনাকর, আর কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। তোমাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।”
–(সূরা আল বাকারা:৮৫)

মানুষ হয় আল্লাহর অনুসরণ করবে,আর না হয় শয়তানের।এর মাঝে কিছু নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি জীবনের যে ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুসরণ করলো না,সে সেক্ষেত্রে শয়তানেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করলো।
আর শয়তান তো মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আর যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার জন্য ধ্বংসই অপেক্ষমান!

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।”
–(সূরা কাসাস:৫০)

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দুনিয়াবি লক্ষ্য

ইসলামি জীবনব্যবস্থার দুনিয়াবি লক্ষ্য হলো মানুষকে গায়রুল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরিয়ে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং পরকালের শান্তিতে থাকার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা, ঈমান-আমলে নিজেকে নিয়োজিত রাখা,জীবনকে পরিচালিত করা আল্লাহ ও তাঁর

রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ মোতাবেক। সদা সর্বদা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথে চলার চেষ্টা করা,তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকা,
দুনিয়ায় ভোগ বিলাসে মত্ত না থাকা,দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়া বিমুখ হওয়া,যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ছাড়া দুনিয়া কামাইয়ে ব্যস্ত না হওয়া।সর্বোপরি আখিরাত অভিমুখী হওয়া।

দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা যাতে সমাজে সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়,সকল অন্যায়-অবিচার-জুলুমের খড়গ ভূপাতিত হয়,সবাই শান্তির সুশীতল হাওয়ায় বসবাস করতে পারে।

মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

“ অবশ্যি আমরা আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণ (বিধান) নিয়ে এবং তাদের সাথে পাঠিয়েছি কিতাব আর ন্যায় ও সুষমনীতি, যাতে করে মানব সমাজ (নিজেদের মধ্যে) সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।” – (সূরা আল হাদিদ: আয়াত ২৫)

ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মই ন্যায় ও সুষমনীতিতে কাজ করে না।সব ধর্মেই শ্রেণীবিভেদ বর্তমান। এমনকি তাদের ধর্মীয় ইবাদাতেও বৈষম্য বিরাজমান। যেমন,হিন্দু ধর্মে উপাসনা শুধু ব্রাহ্মণ্যরা করে,নিচুশ্রেণির মানুষদের ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করাও অন্যায়,খ্রিষ্টধর্মেও ইবাদাত সবাই করে না,ইহুদীদেরও পন্ডিতেরাই মূলত ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পারলৌকিক লক্ষ্য

ইসলামের পারলৌকিক লক্ষ্য হলো মানুষকে চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা,যার বিস্তৃতি আকাশ ও জমিনের সমান।এমন শান্তির আবাসে তাকে দাখিল করা,যার শুরু আছে,কিন্তু শেষ নেই! যেখানে মন যা চায়,তাই পাবে সে হাতের নাগালে।

এবং সেই আগুন থেকে মানুষকে বাঁচানো,যার উত্তাপ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুন বেশি।

আর সেজন্যই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা,মুসলিমদের ইসলাহ এবং অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া। মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে এসে আল্লাহর সৃষ্ট জান্নাতে অনন্তকালের জন্য পৌঁছে দেয়া রবের অনু্ৃমতিক্রমে।

হায়!মানুষ জেনেশুনে এবং কতক অজান্তে ছুটে চলেছে সেই আগুনেরই দিকে। অথচ কতই না অনর্থক বরং ক্ষতিকর তাদের এ কার্যকলাপ যদি তারা বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করতো!

মু্ৃমিনদের পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. ُ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু, সহযোগী ও অভিভাবক। তারা ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজে বাধা দেয়। তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি আল্লাহ অচিরেই নাযিল করবেন অনুকম্পা। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের-উদ্যানসমূহের, যেগুলোর ভূমিদেশে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। সেসব অনন্ত উদ্যানে তাদের জন্যে থাকবে মনোরম প্রাসাদসমূহ। তাছাড়া সবচেয়ে বড় জিনিস যা তারা পাবে, তা হলো আল্লাহর সন্তোষ। আর এটাই হলো মহা সাফল্য।" –(সূরা আত-তাওবাহ:৭১-৭২)

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. ۚ

"যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাদের দাখিল করবেন সেইসব জান্নাতে, যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য।" –(সূরা আন নিসা :১৩)

মুমিনের জীবন

মুমিনের জীবন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যে সমর্পিত।সে তো তার জীবন বিক্রি করে দিয়েছে আখিরাতের বিনিময়ে।সে এক লাভজনক ব্যবসা করেছে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছো তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।" –(সূরা তাওবা-১১১)

আল্লাহর রাহে জীবন দিতে পারলে সে তো সর্বোচ্চ সফলকাম।সে মৃত্যুর পরও রবের পক্ষ থেকে রিযিক পেতে থাকে।তার আত্না থাকে সবুজ পাখিতে যা উড়ে বেড়ায় জান্নাতে যেথা ইচ্ছা এবং সে বিশ্রাম নেয় আরশের নিচে!

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।”
–(সূরা বাকারা:২০৭)

“ জান্নাতের মধ্যে তাদের রূহগুলো সবুজ পাখির আকারে যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, আরশের সাথে ঝুলানো ঝাড়বাতিসমূহে (বসে) আরাম করে। একবার তোমার প্রভু তাদের প্রতি উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করেন : তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব। তারা বলল, হে আমাদের প্রভু! আমরা এর চাইতে বেশি আর কি চাইব। আমরা জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আবার উঁকি দিয়ে বলেনঃ তোমাদের আরো কিছু চাওয়ার আছে কি, তাহলে আমি আরো বাড়িয়ে দিব। যখন তারা দেখলো যে, কিছু চাওয়া ব্যতীত তাদের রেহাই নেই তখন তারা বলল, আপনি আমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে দিন যাতে আমরা আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারি এবং আবার আপনার পথে পুনরায় শহীদ হতে পারি।” –(তিরমিযী:৩০১১)

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “যখন তোমাদের ভাইয়েরা উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের রুহগুলো সবুজ পাখির পেটে রাখেন, তারা জান্নাতের নহরসমূহ বিচরণ করে, তার ফল ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ার নিচে ঝুলন্ত স্বর্ণের প্রদীপে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন তারা নিজেদের সুস্বাদু খাদ্য-পানীয় এবং

সুন্দর বিছানা গ্রহণ করল, বললঃ আমাদের হয়ে আমাদের ভাইদেরকে কে পৌঁছাবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত, আমাদেরকে রিযক দেয়া হয়, যেন তারা জিহাদ থেকে পিছ-পা না হয় এবং যুদ্ধের সময় ভীরুতা প্রদর্শন না করে?

আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ আমি তোমাদের হয়ে তাদেরকে পৌঁছে দেব"। তিনি বলেনঃ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেনঃ

وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَاۢ ۚ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

"আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না।"

–(আলে ইমরানঃ১৬৯)

–(সহিহ হাদিসে কুদসি: ৬৪)

মুমিনের কথায় -কাজে-চিন্তায় প্রতিফলিত হয়:

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.

"আল্লাহকে রব ও প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট।"

মুমিন তো কেবল আল্লাহর মুখাপেক্ষী তার যাবতীয় প্রয়োজনে।সে দুনিয়ার রাজা-বাদশার অনুগ্রহের আশাই করে না।কারণ সে তো ভিখারী বিশ্বজাহানের রবের দরবারের,যাঁর করুণা অতুলনীয়,

যাঁর মমতা অসীম,যাঁর দরবারে কেউ খালি হাতে ফেরে না এবং যাঁর ভান্ডার অফুরন্ত।

মুমিন তো কেবল সেই রবেরই ইবাদাত করে একনিষ্ঠভাবে।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْن.ُ

“আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি আর আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।”
–(সূরা ফাতেহা: ৪)

মুমিন দুনিয়ায় যা কিছুই করে,নিয়ত যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করে,তবে তার সমস্ত জিন্দেগীই বন্দেগী হয়ে যায়-

اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْن.َ

“নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ-সবই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।” –(সূরা আনআম:১৬২)

মুমিন সদা সন্তুষ্ট রবের ফয়সালায়।কারণ সে তো জানে,রবের প্রতিটি ফয়সালাই তার জন্য কল্যাণকর,আপাতদৃষ্টিতে অপছন্দনীয় মনে হলেও।

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমরা যা অপছন্দ করো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন কোথায় তোমাদের কল্যাণ, কোথায় অকল্যাণ। তোমরা জানো না।” –(সূরা আল বাকারা: ২১৬)

মুমিনের বিপদ হলে সে তো জানে-বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এবং তা তার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।তাই এতেও সে ঘাবড়ায় না।বরং ধৈর্য ধরে রবের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানের আশায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মুমিনের বিষয় বড়ই আশ্চর্যজনক। তার সবকিছুই তার জন্য কল্যাণবহ।মুমিন ছাড়া আর কারো এ বৈশিষ্ট্য নেই। মুমিন যখন

আনন্দদায়ক কিছুর মুখোমুখি হয়, তখন সে শোকর করে আর শোকর তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যখন কষ্টদায়ক কিছুর সম্মুখীন হয়, তখন সে সবর করে আর সবরও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।" –(মুসলিম : ২৯৯৯)

মুমিনের বিপদাপদ বরং গুনাহ মাফ করে দেয়,এমনকি শেষ পর্যন্ত গুনাহমুক্ত হয়ে রবের সাথে সাক্ষাৎ করে। অনেক সময় আল্লাহ এর দ্বারা বান্দার জন্য জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন,যেখানে সে স্বীয় আমল দ্বারা পৌঁছাতে পারতো না।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। –(সহিহ বুখারী: ৫৬৪১)
যার জীবন সমর্পিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশে,তার তো কোনো পেরেশানী থাকে না। সে তো নির্ভার হয়ে থাকে সব কিছু আল্লাহর ফয়সালায় ছেড়ে দিয়ে, তার সাধ্যের মধ্যের চেষ্টাটুকু করে।তার মনমতো ফয়সালা হলেও সে খুশি,না হলেও তা কল্যাণকরই-এ ভরসায় তাতেও খুশি। না পাওয়ার যন্ত্রণা তাকে দগ্ধ করে না।কারণ সে তো জানে আদম সন্তানের সব আশা দুনিয়ার বুকে পূরণ হবার হয়।

আবু ওয়াকেদ লাইসি (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আসতাম, যখন তার ওপর কিছু নাযিল হত তিনি আমাদের বলতেন, একদা তিনি আমাদের বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ আমি সম্পদ নাযিল করেছি সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করার জন্য, যদি বনি আদম একটি উপত্যকার মালিক হয়, সে পছন্দ করবে তার জন্য দ্বিতীয়টি হোক। যদি তার দু'টি উপত্যকা হয়, সে চাইবে তার জন্য তৃতীয়টি হোক। মাটি ব্যতীত কোন বস্তু বনি আদমের উদর পূর্ণ করবে না, অতঃপর যে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।" –(সহিহ হাদিসে কুদসি: ১১০)

রিযিকের পেরেশানী মুমিনকে অস্থির করে না।কারণ সে জানে রিযিকের ফয়সালা তো জমিনে নয়,আসমানে হয়।

এভাবে দুনিয়ার সমস্ত ক্লান্তি-হতাশার পেছনেই সে আশা খুঁজে পায়। আর এ দুনিয়াই তো ক্ষণস্থায়ী। তার মাঝে কত ক্ষুদ্র এ হায়াত!না এখানে সুখ দীর্ঘায়িত হয়,আর না দুঃখ।পাওয়ার আনন্দও কিছু দিন-ক্ষণ পর মলিন হয়ে যায়। দুঃখেরও সমস্ত চিহ্ন মুছে যায়।

সুখ-দুঃখ,হাসি-কান্না,আলো আঁধার সব মিলিয়েই জীবন।একটার অনুপস্থিতি অন্যটির সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। আজন্ম সুখে কেউ থাকলে সে আসলে সুখের প্রকৃত স্বাদই পায় না।কারণ সে তো দুঃখকেই চিনে না।কী করে সে বুঝবে দুঃখের তুলনায় সুখ কেমন উপভোগ্য? কেমন করে শত ব্যথায় এই এক সুখের মায়ায় জান্নাতের আশা বুকে নিয়েই দুনিয়ার জিন্দেগী পার করে দেয়া যায়?

তেমনি আঁধার না থাকলে আলোর মায়াও মানুষ বুঝতো না।কালো না থাকলে সাদার সৌন্দর্যও মলিন হয়ে যেতো।

যাপত জীবনের হাহাকার তাকে আর ব্যথিত করে না।

শত অনিয়ম চারপাশে দেখে দুনিয়ার বুকে দুর্লভ ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা তাকে ব্যথিত করে না তীব্রভাবে। কারণ সে জানে ন্যায়বিচার একদিন হবেই।

আর মুমিন তো জানে- এই দুনিয়া ভোগের জায়গাই নয়।আল্লাহ তাআলার কাছে এর মূল্য মৃত ছাগলের কানের সমানও নয়।এত তুচ্ছ যেই দুনিয়া,তা পাওয়া-না পাওয়ার জন্য আবার কিসের ব্যথা?বরং যে দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে পেরেছে আখিরাতের বিনিময়ে,সফলকাম তো সে-ই।

মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি আরোহীদলের সাথে ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একটি মৃত ছাগল ছানার পাশে এসে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি মনে কর, তার মনিবের নিকট এটা নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন হওয়ায় সে তা নিক্ষেপ করেছে? তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এটা মূল্যহীন হওয়ার কারণে তারা ফেলে দিয়েছে। তিনি বললেনঃ তার মনিবের নিকট এটা যতটুকু মূল্যহীন, আল্লাহ্ তাআলার নিকট পৃথিবীটা এর চেয়েও অধিক মূল্যহীন ও নিকৃষ্ট। –(জামে' আত-তিরমিজি: ২৩২১)

এভাবে মুমিনের সমস্ত জিন্দেগীই হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, স্বাচ্ছন্দময়।সে জানে দুনিয়ার বুকে ভালো-মন্দ যা-ই ঘটুক কোনোটিই উদ্দেশ্যহীন নয়।কোনো কিছুই এমন নয়,যা দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়নি।

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۙ

"অণু পরিমাণ কোন জিনিসও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না, না আকাশমণ্ডলীতে এবং না পৃথিবীতে। আর না তার চেয়ে ছোট কোনো বস্তু আর না বড় কিছু। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ আছে।" –(সূরা সাবা:৩)

উপসংহার

পৃথিবীর সমস্ত অমুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, সত্য একমাত্র এবং কেবলমাত্র ইসলাম।

আপনিও মনকে নিরপেক্ষ রেখে চিন্তা-ভাবনা করুন গভীর মনোনিবেশে।দুনিয়ায় কত কিছু নিয়েই তো আমরা চিন্তাভাবনা করি,কত কিছু নিয়ে পেরেশান হই!একবার অনন্ত এটা নিয়েও ভাবুন যে,আদৌ কি জীবনটা হেসে-খেলে পার করে দেওয়ার কোনো বিষয়?

আদৌ কি এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই?আদৌ কি সম্ভব তা?

এবং ফিরে আসুন রবের দিকে বেলা ফুরোবার আগেই!নিজেকে বাঁচান প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে,যার উত্তাপ পৃথিবীর আগুন থেকে ৭০ গুণ বেশি এবং যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর!

নেই সেখানে শাস্তি কমানোর কোনো উপায় এবং নেই তা থেকে পালানোরও কোনো সুযোগ। তাই খুব বেশি দেরি হওয়ার আগেই ফিরে আসুন,ফিরে আসুন হায়াত থাকতেই,ফিরে আসুন মৃত্যু আসার পূর্বেই!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন,আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন।ঈমান নিয়ে রবের সাথে সাক্ষাৎ করার তৌফিক দিন, সেই জান্নাতে একত্রিত করুন যার বিস্তৃতি আসমান ও জমীনের সমান এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করুন।আমীন ইয়া রব্বুল আলামীন!

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

তথ্যসূত্র:

তাফসীর ইবনে কাসীর,

আইওএম দাওয়াহ লেকচার শীট